বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ৬৬৩৪/২০১৯

সংগে

রীট পিটিশন নং ৬৬৩৫/২০১৯

বাংলাদেশ সরকার

----- দরখাস্তকারী।

-বনাম-

চেয়ারম্যান, ১ম কোর্ট অব সেটেলম্যান্ট ও অন্য একজন

----- প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট ওয়ায়েশ আল হারুনী, ডি,এ,জি সংগে

এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট শায়রা ফিরোজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান লিখন, সহকারী এটর্নী জেনারেল

----- দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট সিহাব উদ্দিন মাহমুদ

----- ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

(রীট পিটিশন নং ৬৬৩৪/২০১৯ এবং রীট পিটিশন নং ৬৬৩৫/২০১৯)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

এবং

বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল

শুনানীর তারিখঃ ০২.১২.২০১৯ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১১.১২.২০১৯।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

রীট পিটিশন নং- ৬৬৩৪/২০১৯ এর দরখাস্তকারী কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(অ) এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রতিপক্ষদ্বয়ের উপর কারণ দর্শানো পূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

"Let a Rule Nisi calling upon the Respondents to show cause as to why the Judgment and Order dated 27.11.1995

passed by the 1st Court of Settlement in Settlement Case No. 956 of 1988 (Ka, SL. 41, Page 9752(৮) Holding No. 56 Kakarail, Police Station-Ramna, Dhaka allowed the case and directed for exclusion of the Holding No. 56 Kakrail, Police Station-Ramna, Dhaka from the 'Ka' list of the Abandoned Buildings prepared and published in the Bangladesh Gazette (Extra-Ordinary) on 23.09.1986 (as contained in Annexure-B) should not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper."

রীট পিটিশন নং- ৬৬৩৫/২০১৯ এর দরখাস্তকারী কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(অ) এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রতিপক্ষদ্বয়ের উপর কারণ দর্শানো পূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

"Let a Rule Nisi calling upon the Respondents to show cause as to why the Judgment and Order dated 27.11.1995 passed by the 1st Court of Settlement in Settlement Case No. 957 of 1988 (Ka, SL. 41, Page 9752(৮) Holding No. 56/1 Kakarail, Police Station-Ramna, Dhaka allowed the case and directed for exclusion of the Holding No. 56/1 Kakrail, Police Station-Ramna, Dhaka from the 'Ka' list of the Abandoned Buildings prepared and published in the Bangladesh Gazette (Extra-Ordinary) on 23.09.1986 (as contained in Annexure-B) should not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper."

উপরিল্লিখিত রীট পিটিশন নং ৬৬৩৪/২০১৯ এবং ৬৬৩৫/২০১৯ যেহেতু একই ঘটনা, আইনগত প্রশ্ন এবং রায় থেকে উদ্ভুত সেহেতু অত্র রুল দুইটি অত্র একক রায়ে নিষ্পত্তি করা হলো।

অত্র রুল দুইটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

The abandoned Building (Supplimentary Provisions) Ordinance, 1985 (Order No. LIV of 1985) এর ধারা ৭ মোতাবেক কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, ঢাকায় দাখিলকৃত দরখাস্তের বর্ণনা অনুযায়ী-

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮ এর দরখাস্তকারী কে. এ. এম. আশরাফ উদ্দিন বাড়ী নং- ৫৬, কাকরাইল ঢাকার মালিকানা দাবী

করেন। তার দাখিলকৃত ৭ ধারার দরখাস্ত মতে সি. এস. এবং এস. এ. খতিয়ান মোতাবেক বাড়ী নং- ৫৬ এর মূল মালিক ছিলেন তারারাম জয়শোয়ারা ওরফে চিউ রতন ওরফে তারারাম মুচি (ঢাকা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী)। তিনি হোল্ডিং নং- ৫৬/৫৭ এর সরকারের খাজনাদি ও পৌরকর প্রদান পূর্বক নালিশী সম্পত্তি শান্তিপূর্ণভাবে দখল করে আসতে থাকাবস্থায় বিগত ইংরেজী ১৫.০২.১৯৭৩ তারিখে রেজিষ্ট্রি দলিল নং- ৪৪১৮ মূলে দরখাস্তকারী কে. এ. এম. আশরাফ উদ্দিন এর নিকট ০৬ (ছয়) কাঠা ভূমি বিক্রয় করেন। অতঃপর দরখাস্তকারী উক্ত ক্রয়কৃত সম্পত্তিতে দোতলা ভবন নির্মান করেন হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স করপোরেশন থেকে ঋণ গ্রহন করে। দরখাস্তকারী ভবন তার নামে জমা খারিজ করতঃ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে যাবতীয় খাজনাদি প্রদানে নালিশী বাড়ীতে পরিবার পরিজন নিয়ে নির্বিবাদে বসবাস করে আসছিলেন। যখন দরখাস্তকারী ইরানে ডাক্তার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং যখন তার ভবনের কাজ চলছিল তখন বিগত ইংরেজী ০৮.০৬.৭৯ তারিখে তার ভবনে সরকার নোটিশ পাঠালে সেটি দরখাস্তকারীর পক্ষে বিগত ইংরেজী ১৬.০৬.৭৯ তারিখে যথাযথভাবে উত্তর প্রদান করা হয়। অতঃপর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিগত ইংরেজী ০১.০২.১৯৮০ তারিখে মেমো নং- ৫৪৪ মূলে ***"authority and legality of occupation of the holding"*** শিরোনামে নোটিশ প্রদান করে এবং পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের Joint Survey Team দরখাস্তকারীর সকল কাগজ পত্র তদন্ত ও পরীক্ষা করে দরখাস্তকারীর মালিকানা ও দখল

বিষয়ে সন্তুষ্ট হয় এবং বোর্ড অতঃপর আর কোন পদক্ষেপ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে গ্রহণ করে নাই।

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৭/৮৮ এর দরখাস্তকারী লুৎফুন্নেছা রহমান বাড়ী নং- ৫৬/১, কাকরাইল, ঢাকার মালিকানা দাবী করেন। তার দাখিলকৃত ৭ ধারার দরখাস্ত মতে সি. এস. এবং এস. এ. খতিয়ান মোতাবেক বাড়ী নং- ৫৬ এর মূল মালিক ছিলেন তারারাম জয়শোয়ারা ওরফে চিউ রতন ওরফে তারারাম মুচি (ঢাকা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী)। তিনি হোল্ডিং নং- ৫৬/৫৭ এর সরকারের খাজনাদি ও পৌরকর প্রদান পূর্বক নালিশী সম্পত্তি শান্তিপূর্ণভাবে দখল করে আসতে থাকাবস্থায় বিগত ইংরেজী ১৯.০২.১৯৭৩ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল নং- ৪৪১৯ মূলে জনৈক মাকসুদুর রহমান এর নিকট ০৪ (চার) কাঠা ভূমি বিক্রয় করে দখল হস্তান্তর করেন। অতঃপর দরখাস্তকারী লুৎফুন্নেছা উক্ত মাকসুদুর রহমান থেকে বিগত ইংরেজী ০১.০৭.১৯৭৭ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল নং- ৬৮০২ ও ৩৭০৩ এবং বিগত ইংরেজী ০২.০৪.১৯৭৭ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল নং- ৬৮৪৩ ও ৯৭৭৬ মূলে ক্রয় করে মালিক ও দখলকার নিয়ত হন। অতঃপর দরখাস্তকারী হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন থেকে ঋণ গ্রহন করে উক্ত সম্পত্তিতে দোতলা দালান নির্মাণ করেন। দরখাস্তকারী নিজের নামে জমা খারিজ করেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সকল প্রকার খাজনাদি প্রদান করেন। যখন নির্মান চলছিল তখন পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিগত ইংরেজী ০৮.০৬.৭৯ তারিখে নালিশী ভবনে নোটিশ পাঠায় যা দরখাস্তকারী বিগত ইংরেজী ৩০.০৭.৭৯ তারিখে প্রাপ্ত হয়। উক্ত নোটিশের জবাব দরখাস্তকারী বিগত ইংরেজী ০৬.০৮.৭৯ তারিখে

যথাযথভাবে দেয়। পরবর্তীতে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিগত ইংরেজী ০১.০২.১৯৮০ তারিখে মেমো নং- ৫৪৪ মূলে *"authority and ligality of occupation of the holding"* শিরেনামে নোটিশ পাঠালে দরখাস্তকারী "Joint Survay Team" এর নিকট সকল কাগজ পত্র দাখিল করলে Enquiry Team দরখাস্তকারীর মালিকানা ও দখল বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অতঃপর বোর্ড আর কোন পদক্ষেপ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে গ্রহণ করে নাই।

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯ এর দরখাস্তকারী এ. কে. মোঃ ইদ্রিস হোসেন তালুকদার বাড়ী নং- ৫৭, কাকরাইল ঢাকার মালিকানা দাবী করেন। তার দাখিলকৃত ৭ ধারার দরখাস্তের বর্ণনা অনুযায়ী দাবীকৃত সম্পত্তির মূল মালিক তথা সি. এস. এবং এস. এ. মালিক ছিলেন তারারাম জয়শোয়ারা ওরফে চিউ রতন ওরফে তারারাম মুচি (ঢাকা মেডিকেলের চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারী)।

দরখাস্তকারী এ. কে. মোঃ ইদ্রিস হোসেন তালুকদার এবং তার স্ত্রী মোসাম্মৎ জামিলা খাতুন তাদের নাবালক সন্তানের নামে বেনামে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল নং- ৯৪৪১, ৯৪৪২, ৯৪৪০, ৯৪৩৯ এবং ৯৪৩৮ তারিখ- ৩০.০৫.১৯৭২ তারিখে এবং দলিল নং- ৪৪১৭ তারিখ- ১৫.০২.১৯৭৩ মূলে তারারাম জয়শোয়ারা থেকে ক্রয় করে মালিক ও দখলকার নিয়ত হন।

অতঃপর দরখাস্তকারী এবং তার স্ত্রী নালিশী সম্পত্তি জমা খারিজ করে এবং সরকারের খাজনাদি ও পৌরকর হালনাগাদ পরিশোধ করেন গ্যাস, ওয়াসা, বিদ্যুৎ বিল এবং আয়কর প্রদান করেন।

অতঃপর ১৯৭৪ সালে ডিআইটি থেকে নক্সা অনুমোদন করে এবং হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে ১৯৭৫ সালে ঋণ গ্রহন করে দোতলা ভবন নির্মান করে বসবাস করতে থাকেন।

অতঃপর ০৮.০৬.৭৯ তারিখে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড নোটিশ পাঠালে দরখাস্তকারী ০১.০৮.৭৯ তারিখে জবাব দেন। পরবর্তীতে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড বিগত ইংরেজী ০১.০২.১৯৮০

তারিখে মেমো নং- ৫৪১ মূলে নোটিশ পাঠালে Joint Survey Team দরখাস্তকারীর মালিকানা ও দখল বিষয়ে সন্তুষ্টি হন। অতঃপর বোর্ড আর কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই।

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৯/৮৯ এর দরখাস্তকারী মোছাঃ জামিলা খাতুন বাড়ী নং- ৫৭, কাকরাইল, ঢাকা এর মালিকানা দাবি করেন।

মোসাঃ জামিলা খাতুন তার দাখিলকৃত ৭ ধারার দরখাস্তে বর্ননা করেন যে, তিনি এবং তার স্বামী এডভোকেট মোঃ ইদ্রিস হোসেন তালুকদার ৬$\frac{১}{২}$ (সাড়ে ছয়) কাঠা সম্পত্তি তাদের নিজ নামে এবং বেনামে নাবালক সন্তানদের নামে তারারাম জয়শোয়ারা থেকে দলিল নং- ৯৪৪১, ৯৪৪২, ৯৪৪০, ৯৪৩৯ এবং ৯৪৩৮ তারিখ- ৩০.০৫.১৯৭২ এবং দলিল নং- ৪৪১৭ তারিখ ১৫.০২.১৯৭৩ মূলে ক্রয় করে মালিক দখলকার হন।

উপরিল্লিখিত চারটি মোকদ্দমা একসাথে শুনানী অন্তে বিজ্ঞ প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৭/১১/১৯৯৫ তারিখের একক রায়ে নিস্পত্তি করেন। একক রায়ে নিস্পত্তি করে সকল দরখাস্তকারীর দরখাস্ত তথা সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮, ১০৮/৮৯ এবং ১০৯/৮৯ মঞ্জুর করেন এবং উপরিল্লিখিত মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি সমূহ ‘ক’ তালিকা থেকে প্রত্যাহার করেন।

বিজ্ঞ সেটেলম্যান্ট আদালত, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক সেটেলম্যান্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮, ১০৮/৮৯ এবং ১০৯/৮৯ এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.১১.৯৫ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশের সংক্ষুব্দ হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অত্র রীট পিটিশন নং ৬৬৩৪/২০১৯ এবং ৬৬৩৫/২০১৯ দাখিল করে রুল দুইটি প্রাপ্ত হন।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ওয়ায়েশ আল হারুনী, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল, এ্যাডভোকেট শায়রা ফিরোজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল, এ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান লিখন, সহকারী এটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় রীট পিটিশন নং- ৬৬৩৪/২০১৯ এবং রীট পিটিশন নং- ৬৬৩৫/২০১৯ এর অভিন্ন গ্রাউন্ডস সমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো ঃ-

G R O U N D S

I. ***For that the Court of Settlement while passing the impugned judgment and order has miserably failed to apply its judicial mind to appreciate the relevant provisions of President's Order No. 16 of 1972 and arrived at a wrong finding for exclusion of the property from the 'Ka' list of Abandoned Property on relying upon only the documents of title although the Court of Settlement can not decide title, therefore, the impugned judgment and order is liable to be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect.***

II. ***For that under the provision of Section 5(1)(a) of the Ordinance LIV of 1985, the inclusion of the property in the list so published is called the conclusive proof of fact under Section 5(2) of the Ordinance and the same has been vested in the Government with effect from 28.02.1972.***

The respondent No. 2 has failed to rebut this legal presumption of law and facts by producing and examining themselves as P. Ws by adducing positive evidences regarding whereabouts of the original owner at the material time that is on 28.02.1972, therefore, the impugned judgment and order is liable to be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect.

III. For that in view of the definition of the abandoned property under Article 2(1) of the President's Order No. 16 of 1972 the respondent No. 2 having miserably failed to prove that he was present in Bangladesh and his whereabouts was known to the Government or he did not cease to occupy or supervise or manage the case property in person and thus this legal presumption of correctness of abandonment under Section 5(2) of the Ordinance No. LIV of 1985 stands unrebutted and the respondent No. 1 had acted without jurisdiction relied upon only the document of title as such the impugned judgment and order is erroneous and not justified in the eye of law.

IV. For that respondent No. 2 as Claimant has failed to discharge their onus by producing their documentary and oral evidences in respect of possession i.e. rent receipts, voter list prepared on 30.01.1973, Nationality Certificate issued by the Ministry of Home Affairs after determing his activities during Liberation and whereabouts of the original owner at the relevant point of time i.e. on 28.02.1972 which is the main essence of President's Order No. 16 o 1972 and this singular failure on the part of the petitioners are wholly and fully stunning and as such the Court of Settlement has acted without jurisdiction which is liable to be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect.

V. For that the onus squarely lies upon the claimant only that the property was not an abandoned, on the other hand, the Government has no obligation either to deny the facts alleged by the claimant or to disclose the basis of treating the property as an abandoned and in this case the claimant has totally failed to prove his whereabouts at the very relevant point of date i.e. on 28.02.1972 therefore, the

impugned judgment and order is liable to be set aside.

অপরদিকে উভয় মোকদ্দমায় ২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সিহাব উদ্দিন মাহমুদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

প্রথমেই *The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order 1972 (President Order No. 16 of 1972)-* এর প্রস্তাবনা উল্লেখ করা প্রয়োজন যা, নিম্নরূপঃ-

> *"WHEREAS it is expedient to make provisions for the control, management and disposal of certain property abandoned by certain persons who are not present in Bangladesh or whose whereabouts are not known or who have ceased to occupy or supervise or manage in person their property, or who are enemy aliens;"*

উপরিল্লিখিত প্রস্তাবনাটি সহজ সরল পাঠে এটা কাচেঁর মত স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৬/১৯৭২ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হল আদেশটি কার্যকর হওয়ার দিন তথা বিগত ইংরেজী ২৮.০২.১৯৭২ তারিখে ৪(চার) ধরণের ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা বা তত্ত্বাবধান এবং বিধি বন্টন। উক্ত ৪(চার) প্রকারের ব্যক্তিগণ হলঃ-

(১) যে সকল ব্যক্তিগণ বিগত ইংরেজী ২৮.০২.১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশে ছিলেন না।

(২) যে সকল ব্যক্তিগণ কোথায় আছে এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিগত ইংরেজী ২৮.০২.১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত কিছু জানা ছিলনা।

(৩) যে সকল ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের সম্পত্তি দখল বা তত্ত্বাবধান বা দেখভাল করতে অসমর্থ বা বিরত ছিলেন।

(৪) বিদেশী শত্রু তথা বহিরাগত শত্রুর সম্পত্তি ।

উপরিল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার নিমিত্তে The *Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order 1972 (President Order No. 16 of 1972)* প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রপতির উক্ত আদেশ ১৬/১৯৭২-এর ২ ধারায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় *The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972* এর ধারা ২ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

"Definitions

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

Defining part

(1) *"abandoned property" means any property onwned by any person who is not present in Bangladesh or whose whereabouts are not known or who has ceased to occupy supervise or manage in person his property, including—*

Inclusion clauses

(i) any property owned by any person who is a citizen of a State which at any time after the 25th day of March, 1971, was at war with or engaged in military operation against the Republic of Bangladesh;

(ii) any property taken over under the Bangladesh (Taking over of Control and Management of Industrial and Commercial Concerns) Order, 1972 (Acting President's Order No. 1 of 1972), but does not include—

Exclusion clauses

(a) any property the ownwer of which is residing outside Bangladesh for any purpose which, in the opinion of the Government, is not prejudicial to the interest of Bangladesh;

(b) any property which is in the possession or under the control of the Government under any law for the time being in force.

***Explanation**.- "person who is not present in Bangladesh" includes any body of persons or company constituted or incorporated in the territory or under the laws of a State which at any time after the 25th day of March, 1971, was at war with or engaged in military operations against the People's Republic of Bangaldesh;*

***[(IA)** "authorized officer" means an officer authorized by the Government for the purpose of this Order;]*

Amendment: Clause (IA) was inserted by the Bangladesh Abadoned Property (Control, Management and Disposal) (Amendment) Order, 1972 (President's Order No. 125 of

1972). This was published in the Bangladesh Gazette, Extra, Part IIIA, dated the 28th October 1972. The Order came into force with immediate effect."

অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলতে সে সকল ব্যক্তিগণের সম্পত্তিকে বুঝানো হয়েছে (১) যে সকল ব্যক্তিগণ বিগত ইংরেজী ২৮.০২.১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশে ছিলেন না। (২) যে সকল ব্যক্তিগণ কোথায় আছে এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিগত ইংরেজী ২৮.০২.১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত কিছু জানা ছিল না। (৩) যে সকল ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের সম্পত্তি দখল বা তত্ত্বাবধান বা দেখভাল করতে অসমর্থ বা বিরত ছিলেন। (৪) বিদেশী শত্রু তথা বহিরাগত শত্রুর সম্পত্তি। এছাড়াও কোন সম্পত্তির মালিক যদি যে কোন প্রদেশ (State) এর নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ হতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকেন এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিলিটারী অপারেশনে যুক্ত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সম্পত্তিকেও পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে গন্য করা হবে। অপরদিকে কোন সম্পত্তির মালিক যদি কোন প্রয়োজনে বিদেশে বসবাসরত অবস্থায় থাকে এবং তার উক্তরূপ বিদেশে বসবাস বা অবস্থান সরকারের দৃষ্টিতে তথা সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী নয় বলে মতামত প্রদান করলে উক্ত ব্যক্তিগণের সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে না।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় *The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order 1972 (President Order No. 16 of 1972)* এর অনুচ্ছেদ ৫ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

5. (1) For the purpose of carrying the provisions of this Order into effect, and in particular for the purpose of securing, administration, control, management and disposal, by transfer or otherwise, of abandoned property, the Government may take such measures as it considers necessary or expedient and do all acts and incur all expenses necessary or incidental thereto.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Government may, for the said purpose,-

(a) constitute one or more Boards for such area or areas or for such abandoned property or such class or classes of abandoned properties and in such manner as may be prescribed;

(b) appoint an administrator for any abandoned property on such terms and conditions as may be prescribed;

(c) carry on the business in respect of any abandoned property;

(d) take action for recovering any money in respect of any abandoned property;

(e) make any contract and execute any document in respect of any abandoned property;

(f) institute, defend or continue any suit or other legal proceeding, refer any dispute to arbitration and compromise any debts, claims or liabilities arising out of or in connection with any abandoned property;

(g) raise on the security of any abandoned property such loans as may be necessary;

(h) pay taxes, duties, ceases and rates to the Government or to any local authority in respect of abandoned property; and

(i) transfer by way of sale, mortgage or lease, or otherwise dispose of, any abandoned property or any easement, interest, profit or right, present or future, arising therefrom or incidental thereto.

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় *The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order 1972 (President Order No. 16 of 1972)* এর অনুচ্ছেদ ১৫ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলোঃ

"15. (1) ***Any person claiming any right or interest in any property treated by Government as abandoned property may make an application to the prescribed authority on the ground that,-***

(a) the property is not abandoned property; or

(b) his interest in the property has not been affected by the provisions of this Order.

(2) An application under clause (1) shall be made within three months of the date of the commencement of this Order.

(3) On receiving an application under clause (2), the authority to which the application is made shall hold a summary inquiry in the prescribed manner and, after taking such evidence as may be produced, shall pass an order, stating the reasons therefore, rejecting the application or allowing it, wholly or in part, on such terms and conditions as it thinks fit to impose."

কোন ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে গন্য সম্পত্তির অধিকার ও স্বার্থ দাবী করলে তাকে ধারা ১৫ এর উপধারা (২) মোতাবেক ৩ (তিন) মাস সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বরাবর ধারা ১৫ এর

উপধারা (১) মোতাবেক দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। কিন্তু স্বীকৃতমতেই নালিশী সম্পত্তি সমূহের মালিক দাবী করে কেহই উপরিল্লিখিত ধারা ১৫ মোতাবেক কোন দরখাস্তই নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সম্মুখে দাখিল করেন নাই। এমনকি কোন আদালতেও নালিশী সম্পত্তি সমূহের মূল মালিক দাবী করে সম্পত্তি ফেরত চেয়ে কোন মোকদ্দমা কেহই দাখিল করে নাই।

অতঃপর *অধ্যাদেশ ১৬/১৯৭২* বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সরকার প্রকৃত পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহের বিস্তারিত তালিকা প্রণয়নের নিমিত্তে *The Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance, 1985 (Ordinance No.LIV of 1985)* প্রণয়ন এবং প্রকাশ করেন।

উক্ত *অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫* এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা ১ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলঃ-

"5. Publication of lists of buildings. – The Government shall, after the [commencement of this Ordinance and before the [31st day of December, 1988], publish, from time to time, in the official Gazette.-"

(a) [Lists of buildings the possession of which have been taken as abandoned property under the President's Order;

(b) [Lists of buildings in respect of which notices] for surrendering or taking possession as abandoned property under the said Order have been issued:

Provided that no such list shall include any building in respect of which-

(a) Any decree or order has been passed, at any time before the publication of the list in the official Gazette, by any court declaring the building not to be an abandoned property or not to have vested in the Government under the President's Order or declaring the possession by the Government of the building as an abandoned property under that Order to be illegal or invalid or directing the Government or any officer or authority subordinate to it to return, restore or transfer the building to any person, or

(b) A suit, appeal, application or other legal proceeding is pending before any court, immediately before the date of publication of the list in the official Gazette, in which the vesting in, or possession of, the Government of the building as abandoned property under the President's Order has been called in question in any manner

whatsoever or any prayer has been made for return, restoration or transfer of the building by the Government or by any officer or authority subordinate to it to any person.

(2) The list published under sub-section (1) shall be conclusive evidence of the fact that the buildings included therein are abandoned property and have vested in the Government as such."

অর্থাৎ উপরিল্লিখিত ধারা ৫ উপ-ধারা ১ এর আওতায় প্রকাশিত সকল পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ সাক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত। অপর কথায়, তালিকায় অন্তর্ভূক্ত সকল সম্পত্তি এবং ভবন পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং সরকারের উপর ন্যাস্ত।

সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে *অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫* এর ধারা ৫ উপ-ধারা ১ মোতাবেক পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহের যে তালিকা করা হয়েছে তার কোন প্রকার ব্যত্যয় তথা এর সঠিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। অপর কথায় বলা যায় যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভূক্ত সকল সম্পত্তিই পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

বাংলাদেশ বনাম আশরাফ আলী এবং অন্যান্য (৪৯ ডিএলআর (এডি)-১৬১পাতা) মোকদ্দমায় আপিল বিভাগ মতামত প্রদান করেন যে,

"It has been held by this Division in various decisions that ***the enlistment of building under section 5(1) of Ordinance 54 of 1985 raised a presumption in law that the property is an abandoned property under section 5(2) of the Ordinance. This presumption is, of course, a rebuttable presumption****."*

অর্থাৎ *অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫* এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা ১ এর আওতায় কোন ভবনের তালিকাভূক্তিকরণ এই ধারণা দেয় যে, সম্পত্তিটি ধারা ৫ উপ-ধারা ২ এর আওতায় একটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির উক্ত ধারণা অবশ্য খন্ডনযোগ্যও বটে।

সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি উপরিল্লিখিত তালিকাভূক্তিকরণ বাতিল করতে চান তথা খন্ডন করতে চান, বিকল্পভাবে, ধারা ৫ উপ-ধারা ১ মোতাবেক তালিকাভূক্ত কোন পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিকানা দাবী করে কোন ব্যক্তি যদি উক্ত সম্পত্তিটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা হতে বাদ দিতে চান, তবে উক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই *অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫* এর ধারা ৭ এর উপ-ধারা ১ মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের বরাবরে আইনে নির্ধারিত সময়ে তথা ১৮০দিনের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫ এর ধারা ৭ উপ-ধারা ১ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হলঃ-

> *" **7. Persons claiming interest in certain buildings to apply to the Court of Settlement.-** (1) Any person claiming any right or interest in any building which is included in any list published under section 5 may, within a period of one hundred and eight days from the date of publication of the list in the official Gazette, make an application to the Court of Settlement for exclusion of the building from such list or return or restoration of the building to him or for any other relief on the ground that the building is not an abandoned property and has not vested in the Government under the President's Order or that his right or interest in the building has not been affected by the provisions of that Order."*

অর্থাৎ ধারা ৫ মোতাবেক প্রকাশিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভূক্ত কোন ভবনের অধিকার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্টতায় কোন ব্যক্তি দাবী করলে উক্ত ব্যক্তিকে ধারা ৭ উপ-ধারা ১ মোতাবেক সরকারী গেজেট প্রকাশের ১৮০ দিনের মধ্যে সেটেলমেন্ট আদালতে দরখাস্ত দাখিলের মাধ্যমে সম্পত্তিটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা হতে বাদ দেওয়ার বা প্রত্যাহার করার বা সম্পত্তিটি ফেরৎ বা সম্পত্তিটি তার বরাবরে পুনঃস্থাপন বা অন্য যে কোন প্রার্থণা আনয়ন করতে হবে। এরূপ দরখাস্ত অর্থাৎ ভবনটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি নয় এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ মূলে সরকারের উপর ন্যস্ত হয় নাই বা ভবনটির উপর তার অধিকার বা স্বার্থ রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি মর্মে দরখাস্ত তথা উপরিল্লিখিত ৭ ধারার দরখাস্তটি অবশ্যই অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা ১ উল্লেখিত পদ্ধতিতে দাখিল করতে হবে, যা নিম্নরূপঃ-

> ***"8. Contents of application. (1) An application under section 7 shall contain the following particulars, namely,-***
>
> ***(a) name, description, citizenship and place of residence of the applicant;***
>
> ***(b) date and place of birth of the applicant;***
>
> ***(c) full particulars of the building in respect of which any right or interest is claimed by the applicant;***
>
> ***(d) date, if known, on which the possession of the building was first taken by the Government;***
>
> ***(e) period for which the applicant is not in possession of the building;***
>
> ***(f) occupation and residence of the applicant immediately before the commencement of the President's Order and during the period from such commencement till the making of the application;***

(g) name and description of the person in possession of the building immediately before the commencement of the President's Order;

(h) name and description of the person in possession of the building immediately before the possession is taken by the Government under the President's Order;

(i) action taken by the applicant for protecting his right or interest or getting back the possession of the building;

(j) brief statement in support of the claim of the applicant;

(k) relief claimed by the applicant; and

(l) any other matter relevant to the relief claimed.

(2) The application shall be accompanied by all the documents, or the photostat or true copies thereof, on which the applicant relies as evidence in support of his claim."

অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবীকারী ব্যক্তিকে ধারা ৭ উপ-ধারা ১ মোতাবেক দাখিলকৃত দরখাস্তে উপধারা ৮-এ বর্ণিত সকল বিষয়াবলী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা অবশ্যই থাকতে হবে। ধারা ৮ এর উপধারা (১) এর আওতায় চাহিত বিষয়াবলী হলঃ-

(ক) দরখাস্তকারীর নাম,বর্ণনা বা পূর্ণ বৃত্তান্ত,নাগরিকত্ব এবং বসবাসের স্থান।

(খ) দরখাস্তকারীর জন্মতারিখ এবং জন্মস্থান।

(গ) যে ভবনের উপর অধিকার ও স্বার্থ দরখাস্তকারী দাবী করে, উক্ত ভবনের পূর্ণ বর্ণনা।

(ঘ) সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ভবনটির দখল কোন তারিখে গ্রহণ করা হয় সেই তারিখ (যদি জানা থাকে)

(ঙ) দরখাস্তকারী সংশ্লিষ্ট ভবনটি কতদিন যাবত দখল করছেন না তার বর্ণণা।

(চ) রাষ্ট্রপতির আদেশ জারীর পূর্ব মুহূর্তে তথা বিগত ইংরেজী ২৮.০২.১৯৭২ তারিখ এর অব্যবহিত পূর্বে দরখাস্তকারীর পেশা এবং আবাসস্থলের বর্ণনা এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ জারীর তারিখ থেকে (তথা বিগত ইংরেজী ২৮.০২.১৯৭২ থেকে) দরখাস্ত দাখিলের দিন পর্যন্ত সময়ে দরখাস্তকারীর পেশা এব্যং বসবাসের স্থানের বর্ণনা।

(ছ) রাষ্টপতির আদেশ জারীর অব্যহতি পূর্বে ভবনটি দখলকারী ব্যক্তির নাম এবং বর্ণনা।

(জ) ভবনের অধিকার বা স্বার্থ বা দখল ফেরত পাওয়ার নিমিত্তে দরখাস্তকারী কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ।

(ঝ) দরখাস্তকারীর দাবীর সমর্থনে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ।

(ঞ) দরখাস্তকারীর প্রতিকার প্রার্থনার সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য যে কোন বিষয়।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, উপরোল্লিখিত বিষয়াবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বর্ণনা পরিত্যক্ত সম্পতির অধিকার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা হতে বাদ দেওয়া বা

কর্তনের জন্য দায়ের করা ধারা ৭ এর দরখাস্তে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। ধারা ৮ এর উপ-ধারা ২ মোতাবেক দরখাস্তকারীকে অবশ্যই সকল দলিল পত্রাদির ফটোস্ট্যাট এবং সত্যায়িত কপি, (যার উপর ভিত্তি করে দরখাস্তকারী তার দাবী উত্থাপন করেছেন তার সপক্ষে সকল প্রমানাদি) উপরোক্ত উপায়ে দাখিল করতে হবে।

ধারা ৮ এর উপ-ধারা ১ মোতাবেক বর্ণনা এবং উপ-ধারা ২ মোতাবেক দলিল পত্রাদির মূল কপি বা সত্যায়িত ফটোকপি ব্যতিরেকে ধারা ৭ এর উপ-ধারা ১ এর আওতায় কোন দরখাস্ত দায়ের করা যায়না। অর্থাৎ অধ্যাদেশ মোতাবেক ধারা ৭ উপ-ধারা ১ এর আওতায় দরখাস্ত ধারা ৮ এর উপ-ধারা ১ এবং ২ মোতাবেক অবশ্যই দাখিল করতে হবে এর কোন প্রকার ব্যত্যয় বা বিচ্যুতি কোনভাবে চলবেনা।

অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা থেকে সম্পত্তি বাদ দিতে হলে ধারা ৭ এর দরখাস্ত অবশ্যই ধারা ৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক দাখিল করতে হবে। ধারা ৭ এর দরখাস্তটির কোন বিচ্যুতি উক্ত দরখাস্তকে অসম্পূর্ণ দরখাস্ত হিসেবে পরিগনিত করবে।

প্রথমেই আমরা দেখব সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮, ১০৮/৮৯ এবং ১০৯/৮৯ এর আবেদনকারীগণের আবেদনপত্র সমূহ অধ্যাদেশ ৫৪/৮৫ এর ৭ ধারা মোতাবেক এবং ৮ ধারার নির্দেশনা অনুসারে কোর্ট অব সেটেলমেন্ট আদালতে দাখিল করা হয়েছে কিনা এবং প্রথম কোর্ট অব সেটেলমেন্ট আদালত , ঢাকা অধ্যাদেশ ৫৪/৮৫ এর সকল বিধি বিধান অনুসরণ করে অত্র সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮, ১০৮/৮৯ এবং ১০৯/৮৯ এর আবেদনকারীগণের আবেদনপত্র সমূহ নিষ্পত্তি করেছেন কিনা?

তৎপ্রেক্ষিতে অত্র রুল দুইটি নিষ্পত্তিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮, ১০৮/৮৯ এবং ১০৯/৮৯ এর আবেদনকারীগণের অধ্যাদেশ ৫৪/৮৫ এর ৭ ধারার

আবেদনপত্র সমূহ, নোটিশ সমূহ এবং উক্ত সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা সমূহের সকল আদেশ সমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮

কে. এ. এম. আশরাফ উদ্দীন কর্তৃক দাখিলকৃত অধ্যাদেশ ৫৪/৮৫ এর ৭ ধারার দরখাস্ত যা সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮ হিসেবে নিবন্ধিত তা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"Before the Chairman, Court of Settlement,
Ministry of Public Works and Urban Development,
Government of Bangladesh, Sachibalaya, Dhaka.

IN THE MATTER OF:

An application under Section 7 of the Abandoned Building (Supplementary Provisions) Ordinance, 1985 (Ordinance No. LIV of 1985).

-AND-

IN THE MATTER OF:

Notification No. SRO142-L/86/Shakha-9/1M-72/85/416 dated 28th April, 1986 under Section 5(1)(a) of the Ordinance No. LIV of 1985, Serial No. 41 at page 6663 of the Bangladesh Gazette.

-AND-

IN THE MATTER OF:

Building known as 56 Kakrial, Dhaka- 2 appertaining to C. S. Plot No. 133 and 134 corresponding to S. A. Plot No. 144 under S. A. Khatian No. 198 of Mouza Baje Kakrail (J. L. No. 284), P. S. Ramna Dhaka City.

-AND-

IN THE MATTER OF:

K. A. M. Ashrafuddin,
Son of late Khondker Shamsuddin Ahmed,
resident of 56, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka.

..... PETITIONER.

The humble petition on behalf of the above named petitioner most respectfully.

SHEWETH:

1. ***That the land of C. S. Plot No. 133 and 134 under C. S. Khatian No. 82 corresponding to S. A. Plot No. 144 under S. A. Khatian No. 198 of Mouza Baje Kakrail, J. L. No. 284, originally belonged to Tara Ram Joishoara alias Chhiu Ratan alias Tara Ram Muchi and the same was recorded in S. A. Khatian in his name***

and he possessed the same peacefully on payment of rent to the Government and paying taxes to the Municipality for his holding No. 56/57 Kakrail. Tara Ram Joishoara was a Bangladeshi by birth and served as a fourth class employee in the Dhaka Medical College Hospital.

2. ***That the petitioner purchased K. A. M. Ashrafuddin 6 khatas of land, more or less, out of the said land from Tara Ram Joishoara by Registered Sale Deed No. 4418 dated 15.02.73 and possession of the land was given to the petitioner on the same date.***

3. ***That the petitioner constructed a two-storied building on the aforesaid land by taking house-building loan from the Agrani Bank and had been residing peacefully therein with his family. The petitioner has mutated his name in the relevant records and has been paying rent and tax in respect of the property to appropriate***

authorities without any objection from any quarter.

4. That while construction of the building was under way, a notice bearing No. SHA-16/AP-10/167 dated 08.06.79 was served in the premises (when the petitioner was serving in Iran as a physician). The said notice was duly replied to, on behalf of the petitioner, by registered post on 16.06.79. Later, by Memo No. 544 dated 01.02.80 issued by the Abandoned Property Management Board, the petitioner was asked to show his "authority and legality of occupation of the holding" to be enquired into by the Abandoned Property Joint Survey Team. The Survey Team was given all the documents and papers on behalf of the petitioner and the Enquiry Team was satisfied as to the title and possession of the petitioner and the Board did nothing thereafter in respect of the petitioner's property.

5. That the property in question was never declared as abandoned property nor treated as such nor possession of the same was taken by the Government at any time nor any order for surrendering possession was issued in respect of the property at any time. The property is not an abandoned property and the provisions of Section 5(1)(a) of the Ordinance is not attracted in respect of the same. Since the notification dated 28th April, 1986 mentioned hereinabove includes the building in question at serial No. 41, Page 6663 of the Bangladesh Gazette, your petitioner is filling this application under Section 7 of the Ordinance incorporating details herein below as required under section 8 thereof:

(a) K. A. M. Ashrafuddin son of late Khondker Shamsuddin Ahmed, citizen of Bangladesh, permanent address Gopalganj, District previously Faridpur now Gopalganj, place of present

resident 56 Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka.

(b) Gopalganj, 01.07.1938.

(c) Two-storied pucca building having 3 rooms, 2 bath rooms, Kitchen, store etc, in each floor on the aforesaid land measuring K. A. M. Ashrafuddin 6 kathas appertaining to. C. S. Plots No. 133 and 134 corresponding to S. A. Plot No. 144 under Khatian No. 198, and comprised as Municipal holding No. 56, Kakrail, Dhaka.

(d) Not applicable. As the Government or any body on behalf of the Government never took possession of the building in question.

(e) Not applicable. The applicant has been in possession since his purchase from Tara Ram Joishoara by Kabala Deed No. 4418 dated 15.02.73.

(f) The applicant is a physician (M. B. B. S.) serving in Iran under the Government of Iran. His family (wife and children) have been living in the property concerned.

(g) Tara Ram Joishoara son of late Chhiu Raran Joishoara was in possession of the land with some structures thereon, immediately before the commencement of P. O. 16 or 1972.

(h) Not applicable. The Government never took possession of the building as already stated in (d) above.

(i) The question of getting back possession did not arise as the applicant has been in peaceful possession all along since the purchase of the land on 15.02.73. When the Government issued notice dated 08.06.79 it was duty replied on 16.06.79 and

thereafter when the Survey Team wanted to enquire about the possession of the applicant, documents and papers were presented before the Survey Team, but nothing was done by the Board.

(j) Already stated in paragraphs 1 to 5 above.

(k) Exclusion of applicant's property i.e. 56, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka, from the list published under Section 5(1)(a) of Ordinance No. LIV of 1985.

(l) The property having never been taken possession of by the Government or any body on behalf of the Government listing of the building under Section 5(1)(a) of the Ordinance, 1985 is illegal and not sustainable.

6. That all documents in support of the claim of the applicant has been

annexed hereto as ANNEXURE- A to O total 45 sheets.

Wherefore it is most humbly prayed that the court of settlement will be pleased to admit this application, notify the Government and after hearing the parties, delete the entry as at serial No. 41 at page No. 6663 of the Bangladesh Gazette dated 28.04.1986 relating to the building comprised in holding No. 56, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper.

And the petitioner as in duty bound shall every pray.

<u>VERIFICATION</u>

I solemnly declare that the statements made herein are true to my knowledge and belief and I sign hereto at Dhaka this the 31st July, 1986.

K. A. M. Ashrafuddin

জারী নং- ৯১৯/৮৮(২) *তাং- ২১/১২/৮৮*

নোটিশ

কোর্ট অব সেটেলমেন্ট
বাংলাদেশ এবানডন্ড বিল্ডিংস
সেড নং- ৫, সেগুনবাগিচা,
ঢাকা

দরখাস্ত/মামলা নং- ৯৫৬/৮৮ (ক-৪১-কাকরাইল, রমনা, ঢাকা।)

জনাব এ, কে, এম আশরাফ উদ্দিন, পিতা- মৃত খন্দকার সামসুদ্দিন আহমেদ

৫৬ কাকরাইল, রমনা, ঢাকা। ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সচিব, পূর্ত মন্ত্রণালয় ..... রেসপনডেন্ট।

যেহেতু উপরোক্ত দরখাস্তের/মোকদ্দমার দরখাস্তকারী ১৯৮৫ ইং সালের ৫৪ নং অধ্যাদেশের ৫নং ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকায় নিম্ন তফশীল বর্ণিত ইমারতের মালিকানা দাবী করিয়া এবং উক্ত তালিকা হইতে নিম্ন তফশীল বর্ণিত ইমারতকে বাদ দিবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্ত/মোকদ্দমার শুনানীর দিন আগামী ১৬-২-৮৯ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে।

অতএব এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা উক্ত তারিখে বেলা ৯.০০ (নয়) ঘটিকার সময় অত্র আদালতে নিজে অথবা

আপনার/আপনাদের নিযুক্তীয় উপযুক্ত প্রতিনিধির মারফত প্রয়োজনীয় কাগজ, দলিল পত্র ও স্বাক্ষী (যদি থাকে) সহ শুনানীর জন্য হাজির হইবেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের/মোকদ্দমার একতরফা শুনানী ও বিচার হইবে।

উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আপনি প্রতিপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে আপনার লিখিত জবাব সংযুক্ত কাগজ পত্র সহ অত্র আদালতে দাখিল করিতে পারেন।

তিন কপি দরখাস্ত ও ১ সেট কাগজ পত্রের অনুলিপি শুনানীর ২ সপ্তাহ পূর্বে অত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

ইমারতের তফশীল

বাড়ী নং- ৫৬, কাকরাইল

রমনা, ঢাকা।

আদেশক্রমে
স্বা/- অস্পষ্ট
রেজিষ্ট্রার
কোর্ট অব সেটেলমেন্ট

নোটিশের কপি বুঝিয়া পাইলাম। কাগজ পত্র না থাকায় গ্রহন করা গেল না।

স্বা/- অস্পষ্ট	*স্বাক্ষর/টিপসহি*	*স্বা/- অস্পষ্ট*
২৮/১১/৮৮	*নোটিশ গ্রহীতা।*	*আইন কোষ*
		পূর্ত মন্ত্রণালয়
		২৬/১২

আমি এই আদালতের জনৈক জারীকারক প্রকাশ করিতেছি যে, অদ্য ২৮/১২/৮৮ ইং তারিখে উক্ত মোকদ্দমার নোটিশ জারী করিয়াছি।

স্বা/- অস্পষ্ট	*স্বা/- অস্পষ্ট*
সাক্ষীর স্বাক্ষর	*জারীকারকের*
২৮/১২/৮৮	*স্বাক্ষর*

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮ এর আদেশ সমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"কোর্ট অব সেটেলম্যান্ট,
বাংলাদেশ এবানডন্ড বিল্ডিংস ,
সেগুন বাগিচা ঢাকা।

অর্ডার শীট

১
১৬/০২/৮৯

কেইস নং- ৯৫৬/৮৮ (ক-৪১-কাকরাইল, রমনা ঢাকা)

জনাব কে. এ. এম আশরাফ উদ্দিন ..... দরখাস্তকারী।

বনাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পূর্ত মন্ত্রণালয় .....

রেসপনডেন্ট

বাড়ী নং- ৫৬- কাকরাইল, রমনা ঢাকা (ক-৮)

দরখাস্ত মামলা হিসেবে রেজিষ্ট্রি করা হউক, শুনানীর তারিখ ১৬/০২/৮৯ ইং।

পক্ষগণকে যথাযথ নোটিশ যোগে জানানো হোক। রেসপনডেন্ট প্রয়োজন মনে করিলে ইতিমধ্যে তার লিখিত জবাব দাখিল করিতে পারেন।

সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
কোর্ট অব সেটেলম্যান্ট
সেগুনবাগিচা ঢাকা।

২
16.02.89

To 30.3. 89 as prayed for

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৩

৩০.৩.৮৯

কেইস নং- ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮/৮৮, ১০৮, ১০৯/৮৯ একই সঙ্গে বিচার হবে। প্রার্থনা মঞ্জুর। আগামী ১/৬/৮৯ ইং শুনানীর জন্য ধার্য্য হলো।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৪

১.৬.৮৯

As prayed for all the cases will be heard on 8.6.89.

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৫

৮.৬.৮৯

As prayed for all the cases are adjorned to 16.9.89.

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৬

১৯.১১.৯২

গত ১৬.৯.৮৯ তারিখে এই মামলা সহ ৯৫৭, ৯৫৮/৮৮ ও ১০৮, ১০৯/৮৯ নং মামলা একত্রে শুনানীর জন্য ধার্য্য ছিল। উক্ত তারিখে আদালতের কার্য্যক্রম বন্ধ ছিল। ফলে অত্র মামলা এবং উল্লেখিত মামলা সমূহ শুনানীর জন্য পরবর্তী তারিখ আগামী ৪/১/৯৩ ইং ধার্য্য করা হইল। উভয় মামলার পক্ষগনকে নোটিশ যোগে জানানো হউক।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৭

৪.১.৯৩

অদ্য অত্র মামলা সহ মোট ৫টি মামলা একত্রে শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব না থাকায়

শুনানীর জন্য আগামী ১৩/২/৯৩ ইং শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৮

১৩.২.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। কোর্টের বিচার কার্য বন্ধ থাকায় পরবর্তী শুনানী আগামী ২০/৫/৯৩ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৯

২০.০৫.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর ধার্য্য তারিখ। সরকার পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বাদী হাজিরা দেয় নাই। বর্তমানে শুনানী বন্ধ থাকায় ২১/৮/৯৩ ইং তাং শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১০

২১.৮.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখ। সরকার পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। বাদী হাজিরা দেয় নাই। বর্তমানে কোর্টের মাননীয় চেয়ারম্যান না থাকায় শুনানীর জন্য ইং ০৪.১১.৯৩ তাং ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১১

৪.১১.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। ১০৮/৮৯ নং মামলায়

প্রচারিত আদেশ অনুযায়ী আগামী ২০/১২/৯৩ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১২
২০/১২/৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। সরকার পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বাদী হাজিরা দাখিল করে নাই। এই মামলা ৯৫৭/৮৮, ১০৮/৮৯ ও ১০৯/৮৯ নং মামলা সহ একত্রে শুনানীর জন্য লওয়া হয়। শুনানী সমাপ্ত ঘোষনা দেওয়া হইল।

১০৮/৮৯ নং মামলায় প্রচারিত আদেশ মোতাবেক আগামী ১৮/০১/৯৪ ইং রায় প্রচারের জন্য।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১৩
৬/১০/৯৪

অদ্য ১০৮/৮৯ ও ১০৯/৮৯ ও ৯৫৭/৮৮নং মামলা সহ এই মামলা অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। সরকার পক্ষে হাজির আছে। বাদী পক্ষে এক দরখাস্ত দিয়া বর্নিত কারনে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনা মতে সময় দেওয়া হইল। আগামী ১১/১২/৯৪ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১৪
১১/১২/৯৪

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বাদী তাহার মূল দরখাস্তের সাথে যে সকল দলিলাদির ফটোকপি দাখিল করিয়াছে উহা ফিরিস্তি যোগে দাখিল করে নাই। ফিরিস্তি যোগে মূল দলিলাদি ফটোকপি সহ দাখিল এবং বাদীর উপস্থিতি

ও শুনানীর জন্য আগামী ৪/২/৯৫ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১৫
৪/২/৯৫

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। সরকার পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষে হাজিরা নাই। বর্তমানে কোর্ট আইনগতভাবে গঠিত না থাকায় পুনরায় ২/৫/৯৫ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১৬
২/৫/৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য। বাদী ও সরকার পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বর্তমানে আইনগতভাবে কোর্ট গঠিত না থাকায় পুনরায় আগামী ২৬/৭/৯৫ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল। বাদী আশ্রাফ উদ্দিনের মৃত্যুজনিত কারনে তাহার ওয়ারিশগণকে পক্ষভুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছে। ইহা নথিতে রাখা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১৭
২৬/৭/৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য। পক্ষগণ হাজিরা দিয়াছে। অত্র মামলা ১০৮/৮৯ নং মামলার সংগে শুনানীর জন্য লওয়া হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া শুনানী সমাপ্ত ঘোষনা দেওয়া হইল। আগামী ইং ৩০/৭/৯৫ তারিখে রায় প্রচারের জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১৮
২৪
৩০.০৭.৯৫

৫৬, ৫৬/১, ও ৫৭ নং কাকরাইল এর বাড়ি লইয়া মামলা নং ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৮ মামলাগুলি পূর্ব হইতেই একত্রে শুনানী চলিতেছে। বিগত ২৬.০৭.৯৫ তারিখে শুনানী অন্তে অদ্য রায় প্রকাশের জন্য ধার্য ছিল। কিন্তু মামলাগুলিতে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের ও গ্রহণযোগ্য দলিলাদির অভাব রহিয়াছে। পূর্বের আদেশগুলি হইতেও দেখা যায় যে, সম্পত্তির মুল মালিকানা সম্পর্কে কোর্টের সন্তুষ্টির জন্য তথা সম্বলিত কাগজপত্র তলব করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা প্রতিপালিত হয় নাই। ইহা ছাড়া দরখাস্তকারীগণ মুল ক্রয় দলিল, সি.এস ও এস.এ খতিয়ান দাখিল করেন নাই। একমত হইয়া যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হইলঃ-

(১) সকল মামলার আবেদনকারীগণ তাহাদের দাবীর সমর্থনে কবলা ও খতিয়ান সহ মুল দলিলাদি আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে দাখিল করিবেন।

(২) সি.এস খতিয়ানে মালিক বাবু লাল মতি হইতে আবেদনকারীগণের দলিল দাতা তারারাম যশোয়ারা কিভাবে সম্পত্তির মালিক হয়, এ সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য আসা প্রয়োজন।

(৩) ঢাকার জেলা রেজিষ্ট্রারকে সমন দিয়া তাহাকে অথবা তাহার একজন প্রতিনিধিকে-

(ক) ০৪.১১.৬১ তারিখের ৬২৭৪ নং কবলা দাতা- লাল সাহা বণিক গ্রহিতা আঃ সোবহান,

(খ) ৩১.১২.৬৫ তারিখের ৯৬৫৫ নং কবলা আঃ সোবহান দাতা ও সহিদ জামাল গং গ্রহিতা, এবং

(গ) ১৫.০২.৭৩ তারিখের দলিল নম্বর ৪৪১৭ ও ৪৪১৮ দাতা তারারাম যশোয়ারা- এই সকল মুল দলিল রেজিষ্ট্রি হইয়া থাকিলে উহার সমর্থনে রেজিষ্ট্রার সমূহ লইয়া আগামী ধার্য্য তারিখে কোর্টে আসিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

(৪) তারারাম যশোয়ারা ওরফে সিউরতন রাম, পিতা- সিউবরণ যশোয়ারা নামে কোন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বা ডোম, ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১৯৬৮-৭২ সাল বা তার পূর্বে চাকুরী করিতেন কিনা- তাহা জানিতে চাহিয়া সুপারেনটেনডেন্টকে পত্র দেওয়া ইউক।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ৪টি মামলার রায় ঘোষণা মুলতবি রাখিয়া উপরোক্ত তথ্যাদি ও দলিলপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আগামী ইং ২৯.১০.৯৫ তারিখ পুনঃ

শুনানীর জন্য ধার্য্য রাখা হইল। উপরোক্ত তথ্যাদি ও দলিল পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আগামী ২৯/১০/৯৫ তারিখ পুনঃ শুনানীর জন্য রাখা হইল। পক্ষগণকে জ্ঞাত করা হউক।

১৯
২৯/১০/৯৫

অদ্য জেলা রেজিষ্ট্রার অফিস এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হইতে তলবকৃত রেকর্ড প্রাপ্তি সাপেক্ষে শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দিয়াছে। দেখা যায় যে, যে সমস্ত কাগজ পত্র ও রেকর্ড তলব করা হয় তাহা আসে নাই। পুনরায় তলব দিয়া চিঠি দেওয়া হউক। আগামী ইং ২১/১১/৯৫ তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য্য হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

২০
২১/১১/৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। বাদী পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছে। সরকার পক্ষে এক দরখাস্ত দিয়া সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। মামলা ১০৮/৮৯ তে প্রচারিত আদেশে সময়ের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল। অতঃপর ১০৮/৮৯ নং মামলা সহ অত্র মামলা শুনানীর জন্য গ্রহন করা হইল। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনানী অন্তে শুনানী সমাপ্ত ঘোষনা দেওয়া হইল। আগামী ইং ২৭/১১/৯৫ তারিখ রায় প্রদানের জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

২১
২৭/১১/৯৫

অদ্য এই মামলার রায় প্রদানের জন্য ধার্য্য ছিল। কোর্টের চেয়ারম্যান সহ দুইজন সদস্য মহোদয়ের স্বাক্ষরযুক্ত মামলা নং- ১০৮/৮৯ এর নথিতে রক্ষিত মুল রায়ের মর্মমতে অত্র মামলা মঞ্জুর করা হইল। মূল রায়ের সত্যায়িত ফটোকপি অত্র নথিতে রাখা হউক।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

বিগত ইংরেজী ২১.১১.৯৫ তারিখে সেটেলম্যান্ট কোর্টে দাখিলকৃত অত্র মোকদ্দমার সাথে যে সব কাগজ পত্র প্রদত্ত হয়েছে তার ফিরিস্তি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

BEFORE THE COURT OF SETTLEMENT NO. 1, DHAKA

<u>SETTLEMENT CASE NO. 956 OF 1988</u>

DR. K.A.M. ASHRAFUDDIN BEING DEAD HIS HEIRS

(1) MASUDA ASHRAF- WIDOW

(2) SHARMEEN ASHRAF- DAUGHTER

(3) SUMAYA ASHRAF- DAUGHTER;

..... PETITIONERS;

-VERSUS-

GOVERNMENT OF BANGLADESH THROUGH THE SECRETARY, MINISTRY OF WORKS;

..... RESPONDENTS;

F I R I S T I
(LIST OF DOCUMENTS)

SL. No.	***Particulars of Documents***	***Date/Number of Pages***
1.	***Orginal Certified copy of C. S. Parcha relating to property in District Dhaka, Mouza Baze Kakrail J. L. No. 248, khatian No. 82, of P. S. Keranigonj (at present Ramna) Touzi No. 10022, showing names of amongst others, Babu Lal Tati son of Bhiringi Tati, as a permanent leasehold tenant.***	***27.04.1962*** ***1 leaf*** ***(2 Pages)***
2.	***Original Certified copy of C. S. parcha relating to property in District Dhaka, Mouza Baze Kakrail J. L. No. 284, Khatian No. 82(KHA) of P. S. keraniganj (at present Ramna), Touzi No. 10022, showing names of amongst others, Babu Lal Tati son of Bhiringi Tati, as a permanent leasehold tenant.***	***27.04.1962*** ***1 leaf*** ***(2 Pages)***
3.	***Original certified S. A. parcha relating to property in District Dhaka, P. S. Ramna, Mouza Baze Kakrail, J. L. No. 9, Khatian No. 198, Dag Nos. 134,***	***16.03.1964*** ***1 Pages***

	139, 133 (old) at present 144 showing the name of Tara Ram Jai Soara son of Siu Baran Jai Soara as the cent per cent owner of the land.	
4.	***Mutation parcha relating to property in District Dhaka, P. S. Ramna, Mouza Baze Kakrail J. L. No. 9, showing the name of the deceased petitioner (Dr. K. A. M. Ashrafuddin with new Khatian No. 144 pertaining to Dag No. 144 vide Mutation Case No. 229 (u) P. T./78-79 dated 26.07.78 C. O. (Rev.) Kotwali, Dhaka.***	***31.07.78*** ***(1 leaf)***
5.	***Original land revenue receipt No. 311637 for the Bengali year 1402 dated 11.06.95***	***11.06.95*** ***(1 leaf)***
6.	***Original receipt of quarterly Bill No. 5334 showing assessed tax of T. 42.75 in the name of (Dr. K. A. M. Ashrafuddin) (now deceased) 56, Kakrail, Dhaka.***	***31.03.76*** ***(1 leaf)***
7.	***Dhaka Municipal Tax Assessment Notice in the name of Dr. K. A. M. Ashrafuddin showing initial assessment of quarterly tax of Tk. 87.50.***	***1979*** ***(1 leaf)***

8.	***Original yearly Tax Book No. 8511 of Dhaka City Corporation, Ward No. 65, Zone-5, 1992-93 showing the name of Dr. K. A. M. Ashrafuddin 56, Kakrail, with copies of quarterly bill Nos. 34041, 34042, 34044 showing tax of Tk. 1,368/- per quarter in 1992.***	***1992*** ***7 leaves*** ***(7 Pages)***
9.	***Sale Deed in Original executed by Tara Ram Jai Soara in favour of late (Dr. K. A. M. Ashrafuddin executed on 15.02.73 and registered on 19.03.73.***	***7 leaves*** ***(14 Pages)***
10.	***Non-Encumbrance Certificate relating to the property of the now deceased petitioner (Dr. K. A. M. Ashrafuddin.)***	***25.01.1990*** ***2 leaves*** ***(2 pages)***

Filed by :

On behalf of petitioners abovenamed,

Masuda Ashraf, widow of Dr. K. A. M. Ashrafuddin Sharmeen Ashraf, daughter of Dr. K. A. M. Ashfafuddin Sumaya Ashraf, daughter of Dr. K.A.M. Ashrafuddin of 56, Kakrail, Dhaka."

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৭/৮৮

লুৎফুন নেছা কর্তৃক দাখিলকৃত অধ্যাদেশ ৫৪/৮৫ এর ৭ ধারার দরখাস্ত যা সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৭/৮৮ হিসেবে নিবন্ধিত তা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"BEFORE THE CHAIRMAN, COURT OF SETTLEMENT
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF BANGLADESH, SACHIBALAYA, DHAKA.

IN THE MATTER OF:

An application under Section 7 of the Abandoned Building (Supplementary Provisions) Ordinance, 1985 (Ordinance No. LIV of 1985).

-AND-

IN THE MATTER OF:

Notification No. SRO142-L/86/Shakha-9/1M-72/85/416 dated 28th April, 1986 under Section 5(1)(a) of the Ordinance No. LIV of 1985, Serial No. 41 at page 6663 of the Bangladesh Gazette.

-AND-

IN THE MATTER OF:

Building known as 56/1, Kakrial, Dhaka-2 appertaining to C. S. Plot No. 133 and 134 corresponding to S. A. Plot No. 144

under S. A. Khatian N. 198 of Mouza Baje Kakrail (J. L. No. 284), P. S. Ramna Dhaka City.

-AND-

<u>IN THE MATTER OF:</u>

Lutfurneesa Rahman
Wife of Mr. M. Matiur Rahman,
resident of 56/1, Kakrail.
P. S. Ramna, Dhaka.

..... <u>PETITIONER.</u>

The humble petition on behalf of the above named petitioner most respectfully.

<u>SHEWETH:</u>

1. ***That the land of C. S. Plot No. 133 and 134 under C. S. Khatian No. 82 corresponding to S. A. Plot No. 144 under S. A. Khatian No. 198 of Mouza baje Kakrail, J. L. No. 284, originally belonged to Tara Ram Joishoara alias Chhiu baran alias Tara Ram Muchi and the same was recorded in S. A. Khatian in his name and he possessed the same peacefully on payment of rent to the Government and paying taxes to the Municipality for his holding No.***

56/57 Kakrail. Tara Ram Joishoara was a Bangladeshi by birth and served as a fourth class employee in the Dhaka Medical College Hospital.

2. ***That Mr. Maqsudur Rahman purchased more or less 4 khatas out of the said land from Tara Ram Joishoara by Registered Sale Deed No. 4419 dated 19.02.73 and possession of the land was given to him on the same date.***

3. ***That the Petitioner purchased the said 4 khatas of land from Mr. Maqsudur Rahman by Registered Sale Deed Nos. 6802 and 9703 dated 01.04.77 and Nos. 6843 & 9776 dated 02.04.77 and possession of the land was given to the petitioner on the same date.***

4. ***That the petitioner constructed a two-storied building on the aforesaid land and is awaiting sanction H. B. F. C. Loan against loan Case No. D- 11521 for further construction and have***

been residing peacefully therein with his family. The petitioner has mutated his name in the relevant records and has been paying rent and tax in respect of the property to appropriate authorities without any objection from any quarter.

5. That while construction of the building was under way, a notice bearing No. SHA-16/AP-10/167 dated 08.06.79 was served in the premises which was received by the petitioner on 30.07.79. The said notice was duly replied to, on 06.08.79. Later, by Memo No. 544 dated 01.02.80 issued by the abandoned property Management Board, the petitioner was asked to show his "authority and legality of occupation of the holding" to be enquired into by the abandoned property Joint Survey Team. The Survey Team was given all the documents and papers on behalf of the petitioner and the Enquiry Team

was satisfied as to the title and possession of the petitioner and the Board did nothing thereafter in respect of the petitioner's property.

6. That the property in question was never declared as abandoned property nor treated as such nor possession of the same was taken by the Government at any time nor any order for surrendering possession was issued in respect of the property at any time. The property is not an abandoned property and the provisions of Section 5(1)(a) of the Ordinance is not attracted in respect of the same. Since the notification dated 28th April, 1986 mentioned hereinabove includes the building in question at serial No. 41, Page 6663 of the Bangladesh Gazette, your petitioner is filling this application under Section 7 of the Ordinance.

7. That the particulars as required under Section 8 of the Ordinance are given below:-

(a) Lutfurnessa Rahman, wife of Mr. M. matiur Rahman, Senior Executive, Trading Corporation of Bangladesh, Dhaka citizen of Bangladesh, permanent address- Goma Krishno Kati District previously Barisal now Upa-zila Bakargonj place of present resident 56/1, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka. And daughter of Late Mujaffer Ali Mulla, 86, Mahamuda Villa Santinagar, Dhaka permanent address- Aral, Upa-zila Kapasia, previously Dhaka.

(b) Dhaka- 23rd May, 1943.

(c) Two-storied pucca building having 4 rooms, 3 bath rooms, Kitchen, store etc, in each floor on the aforesaid land measuring 4 kathas appertaining to. C. S. Plots No. 133 and 134 corresponding to S. A. Plot No. 144 under Khatian No. 198, and comprised as Municipal holding No. 56/1, Kakrail, Dhaka.

(d) Not applicable. As the Government or any body on behalf of the Government never took possession of the building in question.

(e) Not applicable. The applicant has been in possession of the land in question since she purchased the land by Kabala Deed Nos. 6802 & 9703 dated 01.04.77 & 6843 & 9776 dated 02.04.77 from Mr. Muqsudur Rahman who had been in possession since he purchased the said land vide Sale Deed No. 4419 dated 19.02.73 from Tara Ram Joishoara. The petitioner have been is possession of the building since she constructed the building thereon in 1979-80.

(f) The applicant has been serving as School Teacher since 1969 at Rampura Ekramunnassa High School & resided at 86, Santinagar, Mahamuda Villa, Dhaka before commencement of

P. O. 16/72. During commencement of P. O. 16/72 till 31.03.77 the applicant also resided at 86, Santinagar and thereafter she purchased the said land and have been in possession of the same till date.

(g) It was a piece of vacant land owned and possessed by Tara Ram Joishoara S/O. Chhiu Baran Joishoara immediately before the commencement of P. O. 16 of 1972.

(h) Not applicable. The Government never took possession of the building as already stated in (d) above.

(i) The question of getting back possession did not arise as the applicant has been in peaceful possession all along since the purchase of the land on 01.04.77 & 02.04.77. When the Government issued notice dated 08.06.79 it was duty replied on

06.08.79 and thereafter when the Survey Team wanted to enquire about the possession of the applicant, documents and papers were presented before the Survey Team, but nothing was done by the Board.

(j) The land of C. S. Plot No. 133 and 134 under C. S. Khatian No. 82 corresponding to S. A. Plot No. 144 under S. A. Khatian No. 198 of Mouza Baje Kakrail, J. L. No. 284, originally belonged to Tara Ram Joishoara alias Chhiu Baran alias Tara Ram Muchi and the same was recorded in S. A. Khatian in his name and be possessed the same peacefully on payment of rent to the Government and paying taxes to the Municipality for his holding No. 56/57, Kakrail. Tara Ram Joishoara was a Bangladeshi by birth and served as a fourth class employee in the

Dhaka Medical College Hospital.

Mr. Maqsudur Rahman purchased Lutfurnessa Rahman 4 khatas more or less, out of the said land from Tara Ram Joishoara by Registered Sale Deed No. 4419 dated 19.02.73 and possession of the land was given to him on the same date.

The petitioner purchased the said Lutfurnessa Rahman 4 khatas of land, from Mr. Maqsudur Rahman by registered Sale Deed Nos. 6802 and 9703 dated 01.04.77 and Nos. 6843 & 9776 dated 02.04.77 and possession of the land was given to the petitioner on the same date. The petitioner constructed a two-storied building on the aforesaid land and is awaiting sanction H. B. F. C. loan against loan against loan case No. D-11521 for further

construction and have been residing peacefully there in with his family. The petitioner has mutated his name in the relevant records and has been paying rent and tax in respect of the property to appropriate authorities without any objection from any quarter.

While construction of the building was under way, notice hearing No. SHA-16/Ap-10/167 dated 08.06.79 was served in the premises which was received by the petitioner on 30.07.79. The said notice was duty replied to, on 06.08.79. Later, by memo No. 547 dated 01.02.80 issued by the abandoned Property Management Board, the petitioner was asked to show his "authority and legality of occupation of the holding" to be enquired into by the Abandoned Property Joint Survey Team. The Survey Team was given all

the documents and papers on behalf of the petitioner and the Enquiry Team was satisfied as to the title and possession of the petitioner and the Board is nothing thereafter in respect of the petitioner's property.

The property in question was never declared as abandoned property nor treated as such not possession of the same was taken by the Government any time nor any order for surrendering possession was issued in respect of the property at any time. The property is not an abandoned property and the provisions of Section 5(1)(a) of the Ordinance is not attracted in respect of the same, Since the notification dated 28th April, 1986 mentioned hereinabove includes the building in question at serial No. 41, page 6663 of the Bangladesh Gazette, your petitioner is filling this

application under Section 7 of the Ordinance.

(k) Exclusion of applicant's property i.e. 56/1, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka, from the list published under Section 5(1)(a) of Ordinance No. LIV of 1985.

(l) The property having never been taken possession of by the Government or any body on behalf of the Government listing of the building under Section 5(1)(a) of the Ordinance, 1985 is illegal and not sustainable.

8. That photocopies of the papers/documents in support of the claim of the applicant have been annexed hereto marked ANNEXURE- A to total K sheets. 92 (Ninety two).

Wherefore it is most humbly prayed that the court of settlement will be pleased to admit this application, notify the Government and after perusing the records and hearing the parties, delete the

entry as at serial No. 41 at page No. 6663 of the Bangladesh Gazette dated 28.04.1986 relating to the building comprised in holding No. 56/1, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper.

And the petitioner as in duty bound shall every pray.

VERIFICATION

I solemnly declare that the statements made herein are true to my knowledge and belief where to I sign this verification at Dhaka this the 7th August, 1986.

Sd/- Illegible
(Lutfurnessa Rahman)"

জারী নং- ৯২০/৮৮(২) তাং- ২১/১২/৮৮

নোটিশ

কোর্ট অব সেটেলমেন্ট
বাংলাদেশ এবানডন্ড বিল্ডিংস
সেড নং- ৫, সেগুনবাগিচা,
ঢাকা

দরখাস্ত/মামলা নং- ৯৫৭/৮৮ (ক-৪১-কাকরাইল, রমনা, ঢাকা।)

মিসেস লুৎফুন নেছা রহমান, স্বামী- জনাব মতিউর রহমান

৫৬/১ কাকরাইল, রমনা, ঢাকা।

..... দরখাস্তকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সচিব, পূর্ত মন্ত্রণালয় ... রেসপনডেন্ট।

যেহেতু উপরোক্ত দরখাস্তের/মোকদ্দমার দরখাস্তকারী ১৯৮৫ ইং সালের ৫৪ নং অধ্যাদেশের ৫নং ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকায় নিম্ন তফশীল বর্ণিত ইমারতের মালিকানা দাবী করিয়া এবং উক্ত তালিকা হইতে নিম্ন তফশীল বর্ণিত ইমারতকে বাদ দিবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্ত/মোকদ্দমার শুনানীর দিন আগামী ১৬-২-৮৯ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে।

অতএব এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা উক্ত তারিখে বেলা ৯.০০ (নয়) ঘটিকার সময় অত্র আদালতে নিজে অথবা আপনার/আপনাদের নিযুক্তীয় উপযুক্ত প্রতিনিধির মারফত প্রয়োজনীয় কাগজ, দলিল পত্র ও স্বাক্ষী (যদি থাকে) সহ শুনানীর জন্য হাজির হইবেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের/মোকদ্দমার একতরফা শুনানী ও বিচার হইবে।

উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আপনি প্রতিপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে আপনার লিখিত জবাব সংযুক্ত কাগজ পত্র সহ অত্র আদালতে দাখিল করিতে পারেন। মূল দরখাস্তের তিন কপি দরখাস্ত এবং সংযুক্ত কাগজ পত্রের এক সেট মামলার শুনানীর অন্তত দুই সপ্তাহ পূর্বে অত্র কোর্টে দাখিল করিতে হইবে।

ইমারতের তফশীল

বাড়ী নং- ৫৬/১, কাকরাইল

রমনা, ঢাকা।

আদেশক্রমে
স্বা/- অস্পষ্ট
রেজিষ্ট্রার
কোর্ট অব সেটেলমেন্ট

নোটিশের কপি বুঝিয়া পাইলাম। কাগজ পত্র না থাকায় গ্রহন করা গেল না।

স্বা/- অস্পষ্ট	*স্বাক্ষর/টিপসহি* *নোটিশ গ্রহীতা।*	*স্বা/- অস্পষ্ট* *আইন কোষ* *পূর্ত মন্ত্রণালয়* *২৬/১২/৮৮*

আমি এই আদালতের জনৈক জারীকারক প্রকাশ করিতেছি যে, অদ্য ২৬/১২/৮৮ ইং তারিখে উক্ত মোকদ্দমার নোটিশ জারী করিয়াছি।

স্বা/- অস্পষ্ট *সাক্ষীর স্বাক্ষর*	*স্বা/- অস্পষ্ট* *জারীকারকের* *স্বাক্ষর*

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং ৯৫৭/৮৮ এর সকল আদেশসমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"কোর্ট অব সেটেলম্যান্ট,
বাংলাদেশ এমানডেন্ট বিল্ডিং,
সেগুনবাগিচা ঢাকা।

অর্ডার শীট

কেইস নং ৯৫৭/৮৮ (ক-৪১-কাকরাইল রমনা ঢাকা)

মিসেস লুৎফুন নেছা রহমান ..... দরখাস্তকারী

বনাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পূর্ত মন্ত্রণালয় --- রেসপনডেন্ট

বাড়ী নং- ৫৬/১, কাকরাইল, রমনা ঢাকা (ক-৮)

দরখাস্ত মামলা হিসেবে রেজিষ্ট্রি করা হোক, শুনানীর তারিখ ১৬/০২/৮৯ ইং

পক্ষগণকে যথাযথ নোটিশ যোগে জানানো হোক। রেসপনডেন্ট প্রয়োজন মনে করিলে ইতিমধ্যে তার লিখিত জবাব দাখিল করিতে পারেন।

(সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কোর্ট অব সেটেলম্যান্ট
সেগুনবাগিচা ঢাকা

২

16.02.89

To 30.03.89 as prayed for

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৩

১৯.১১.৯২

৯৫৬/৮৮নং মামলায় প্রচারিত আদেশ বলে এই মামলা আগামী ০৪.০১.৯৬ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল। পক্ষগণকে নোটিশ দেওয়া হউক।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৪

০৪.০১.৯৩

পক্ষগণ হাজির দাখিল করিয়াছে। ৯৫৬/৮৮নং মামলায় প্রচারিত আগামী ১৩.০২.৯৩ ইং শুনানীর জন্য পুনরায় ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৫

১৩.০২.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। কোর্টের বিচারকার্য বন্ধ থাকায় পরবর্তী শুনানী আগামী ২০.০৫.৯৩ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৬

২০.০৫.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখ। পক্ষগণ হাজিরা দিয়াছে। বর্তমানে শুনানী বন্ধ থাকায় ২১.৮.৯৩ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৭

২১.০৮.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখ। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। কোর্টের মাননীয় চেয়ারম্যান না থাকায় ইং ০৪.১১.৯৩ তাং শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৮

০৪.১১.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। ১০৮/৮৯ নং মামলায় প্রচারিত আদেশ অনুযায়ী আগামী ২০/১২/৯৩ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

৯

২০/১২/৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। অত্র মামলা সহ ৯৫৬/৮৮,

১০৮/৮৯ ও ১০৯/৮৯ নং মামলা একত্রে শুনানীর জন্য লওয়া হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনা হইল।

১০৮/৮৯ নং মামলায় প্রচারিত আদেশ মোতাবেক আগামী ১৮/০১/৯৪ ইং তারিখ রায় প্রচারের জন্য।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১০
১৮/১/৯৪
৬/১০/৯৪

৯৫৬/৮৮, ১০৮/৮৯ ও ১০৯/৮৯ নং মামলা সহ এই মামলা অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। সরকার পক্ষে হাজির আছে। বাদী পক্ষে এক দরখাস্তের মাধ্যমে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনা মতে সময় দেওয়া হইল। আগামী ১১/১২/৯৪ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১১
১১/১২/৯৪

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। সরকার ও বাদী পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বাদী তাহার মূল দরখাস্তের সাথে যে সকল দলিলাদির ফটোকপি দাখিল করিয়াছে উহা ফিরিস্তি যোগে করে নাই। ফিরিস্তি যোগে মূল দলিলের ফটোকপি সহ দাখিল এবং শুনানীর জন্য আগামী ৪/২/৯৫ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১২
৪/২/৯৫

অদ্য মামলা শুনানীর তারিখ। সরকার পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষে হাজিরা নাই। বর্তমানে

কোর্ট আইনগতভাবে গঠিত না থাকায় পুনরায় ২/৫/৯৫ ইং তাং শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১৩
২/৫/৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বর্তমানে আইনগতভাবে কোর্ট গঠিত না থাকায় শুনানীর জন্য পুনরায় ২৬/৭/৯৫ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১৪
২৬/৭/৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য। পক্ষগণ হাজিরা দিয়াছে। অত্র মামলা ১০৮/৮৯ নং মামলার সংগে একত্রে শুনানীর জন্য লওয়া হয়। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনা হইল। শুনানী সমাপ্ত ঘোষনা দেওয়া হইল। আগামী ইং ৩০/৭/৯৫ তারিখে রায় প্রচারের জন্য ধার্য্য করা হইল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

১৫
" আদেশ নং- ২৪
৩০.০৭.৯৫

৫৬, ৫৬/১, ও ৫৭ নং কাকরাইলের বাড়ি লইয়া মামলা নং ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৮ মামলাগুলি পূর্ব হইতেই একত্রে চলিতেছে। বিগত ২৬.০৭.৯৫ তারিখে শুনানী অন্তে অদ্য রায় প্রকাশের জন্য ধার্য ছিল। কিন্তু মামলাগুলিতে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের ও গ্রহণযোগ্য দলিলাদির অভাব

রহিয়াছে। পূর্বের আদেশগুলো হইতেও দেখা যায় যে সম্পত্তির মুল মালিকানা সম্পর্কে কোর্টের সন্তুষ্টির জন্য তথা সম্মিলিত কাগজপত্র তলব করা হয়েছিল কিন্তু উহা প্রতিপালিত হয় নাই। ইহা ছাড়া দরখাস্তকারীগণ মুল ক্রয় দলিল সিএস ও এসএ খতিয়ান দাখিল করেন নাই। একমত হইয়া যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলঃ-

(১) সকল মামলার আবেদনকারীগণ তাহাদের দাবীর সমর্থনে কবলা ও খতিয়ান সহ মুল দলিলাটি আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে দাখিল করিবেন।

(২) সিএস খতিয়ানে মালিক বাবুলাল মতি হইতে আবেদনকারীগণের দলিল দাতা তারারাম যশোয়ারা কিভাবে সম্পত্তির মালিক হয় সে সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য আসা প্রয়োজন।

(৩) ঢাকা জেলা রেজিষ্ট্রারকে সমন দিয়া তাহাকে তাহার একজন প্রতিনিধিকে

(ক) ০৪.০১.৬১ তারিখের ৬২৭৪ নং কবলা দাতা লাল সাহা বণিক গ্রহিতা মোঃ আব্দুস সোবহান

(খ) ৩১.১২.৬৫ তারিখে ৯৬৫৫নং কবলা আব্দুস সোবহান দাতা শহিদ জামাল গং গ্রহিতা এবং

(গ) ১৫.০২.৭৬ তারিখের দলিল নং ৪৪১৭ ও ৪৪১৮ দাতা তারারাম যশোয়ারা এই

সকল মুল দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়া থাকিলে উহার সমর্থনে রেজিষ্ট্রিসমূহ লইয়া আগামী ধার্য তারিখে কোর্টে আসিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

(৪) তারারাম যশোয়ারা ওরফে সিও রতন রাম পিতা সিও বরণ যশোয়ারা নামে কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বা ডোক ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১৯৬৮-৭২ সাল বা তার পূর্বে চাকরী করিতেন কিনা তাহা জানিতে চাহিয়া তাহা সুপারিনটেনডেন্টকে পত্র দেওয়া ইউক।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট চারটি মামলার রায় ঘোষণা মুলতবি রাখিয়া উপরোক্ত তথ্যাদি ও দলিলপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আগামী ইংরেজী ২৯.১০.৯৫ তারিখ পুনঃ শুনানীর জন্য রাখা হইল। পক্ষগণকে জ্ঞাত করা হউক।"

" আদেশ নং ১৬

২৯.১০.৯৫

অদ্য জেলা রেজিষ্ট্রার অফিস এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হইতে তলবকৃত রেকর্ড প্রাপ্তি সাপেক্ষ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দিয়েছে। দেখা যায় যে, যে সমস্ত কাগজপত্র ও রেকর্ড তলব করা হয় তাহা আসে নাই। পুনরায় তলব দিয়া চিঠি দেওয়া হউক। আগামী ২১.১১.৯৬ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য হইল। "

" আদেশ নং ১৭

২১.১১.১৯৯৬

তারিখ ২১.১১.৯৬ অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। সরকার

পক্ষে এক দরখাস্ত দিয়া বর্ণিত কারণে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। মামলা নং ১০৮/৮৯-তে প্রচারিত আদেশ মোতাবেক সময়ের প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হয়। মামলা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনা হইল। বাদীপক্ষের ফিরিস্তি যোগে কাগজপত্র দাখিল করিয়াছে। কোর্টের উক্ত মুল দলিলাদি ফটোকপির সহিত মিলাইয়া সত্যায়িত করেন এবং মুল দলিলাদি তৎক্ষনাৎ ফেরত দেওয়া হইল। শুনানী অন্তে সমাপ্ত ঘোষণা করা হইল। আগামী ২৭.১১.৯৬ তারিখে রায় প্রচারের জন্য ধার্য করা হইল। ”

১৮
২৭.১১.৯৬

অদ্য অত্র মামলার রায় প্রদানের জন্য ধার্য্য আছে কোর্টের চেয়ারম্যানসহ দুইজন সদস্য মহোদয়ে স্বাক্ষরযুক্ত মামলা নং ১০৮/৮৯ এর নথিতে রক্ষিত মূল রায়ের মর্মমতে অত্র মামলা মঞ্জুর করা হইল। মূল রায়ের সত্যায়িত ফটোকপি অত্র নথিতে রাখা হউক।”

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯

এ, কে, মোঃ ইদ্রিস হোসেন তালুকদার কর্তৃক দাখিলকৃত অধ্যাদেশ ৫৪/৮৫ এর ৭ ধারার দরখাস্ত যা সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯ হিসেবে নিবন্ধিত তা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“Before the Chairman, Court of Settlement,
Ministry of Public Works and Urban Development,

Government of Bangladesh,
Bangladesh Sachibalaya, Dhaka.

IN THE MATTER OF:

An application under Section 7 of the Abandoned Building (Supplementary Provisions) Ordinance, 1985 (Ordinance No. LIV of 1985).

-AND-

IN THE MATTER OF:

Notification No. SRO141-L/86/Shakha-9/1M-72/85/416 dated 28th April, 1986 under Section 5(1)(a) of the Ordinance No. LIV of 1985, Serial No. 41 at page 6663 of the Bangladesh Gazette.

-AND-

IN THE MATTER OF:

Building known as 57, Kakrial, P.S. Ramna, Dhaka-2 appertaining to C. S. Plot No. 133 and 134 corresponding to S. A. Plot No. 144 under S. A. Khatian No. 198/141 of Mouza Baje Kakrail, J. L. No. S.A.-9/C.S-284, P. S. Ramna Dhaka City.

-AND-

IN THE MATTER OF:

A.K. Md. Idris Hossain Talukder
Son of Md. Pachon Talukder,

resident of 57, Kakrail, P.S. Ramna, Dhaka-2

..... <u>PETITIONER.</u>

The humble petition on behalf of the above named petitioner most respectfully.

<u>SHEWETH:</u>

1. ***That the land of C. S. Plot Nos. 133 and 134 under C. S. Khatian No. 82 corresponding to S. A. Plot No. 144 under S. A. Khatian No. 198/141 of Mouza Baje Kakrail, J. L. No. S.A.-9/C.S-284, originally belonged to Tara Ram Joishoara alias Siu Ratan Ram alias Tara Ram Muchi son of late Siu Boron Joysoara and the same was recorded in S. A. Khatian in his name and he possessed the same peacefully on payment of rent to the Government and paying taxes to the Municipality for his holding No. 56/57, Kakrail and that said Tara Ram Joishoara was a Bangladeshi by birth and served as a class IV employee in the Dhaka Medical College Hospital.***

2. *That out of the said land the petitioner and his wife Mosammat Jamila Khatun purchased .1041 acres ($6\frac{1}{2}$ khatas) of land, more or lessin their own names and in the Benami of their minor sons, from Tara Ram Joishoara by Registered Kabala Sale Deed Nos. 9441, 9442, 9440, 9439 and 9438 dated 30.05.72 and deed No. 4417 dated 15.02.73 and possession of the land was given to the petitioner and his wife on the same date.*

3. *That the petitioner and his wife have mutated their names in the records of Government and have paid rent upto date and they also mutated their names in Dhaka Municipal record and have paid municipal tax and that Gas WASA, Electric bills and Income tax assessments are also in the name of the petitioner and that rent and taxes are being paid to the appropriate authorities by the petitioner without any objection from any quarter.*

4. *That in R.S. Settlement of Bangladesh Government which have completed attestation of Khatians, the petitioner and his wife have been recorded tenants, R,S, plot of the Holding being 1036 under khatian No. 144 under the Government.*

5. *That since the date of purchase three semi-pucca constructions were raised on after another in the northern portion of the Holding and the petitioner and his wife began to live there personally with their children and that the petitioner got Building Plan passed by D.I.T. in 1974, obtained House Building Loan from the Bangladesh House Building Finance Corporation on 29.01.75 in Loan Case No. D-6793, constructed a two storied Building on the southern portion o f the Holding and has been living there personally with family and his professional advocates Chamber.*

6. *That a letter bearing No. SHA-16/AP-10/79/167 dated 08.06.79 was*

given to the petitioner on 28.07.79 in the premises of 57, Kakrail, asking the petitioner to let the issuing authority know the authority of their possession and enjoyment of the property at 57, kakrail, and the petitioner duly replied to the said letter on 01.08.79 against receipt. Later, by memo No. 541 dated 01.02.80 issued by the Abandoned Property Management Board the petitioner was directed to show their authority and legality of occupation of Holding No. 57, Kakrail, Dhaka, to the Abandoned Property Joint Survey Team and accordingly the petitioner submitted all papers and documents in support of their title and possession of the Holding and the said Joint Survey Team was fully satisfied as to the legality of the petitioners right, title, interest and possession of the Holding 57, Kakrail, Dhaka- 2 and nothing was done thereafter against the petitioner

and his wife by the Board in respect of the said property.

7. That the said property of Holding No. 57, Kakrail (of the property of former Municipal Holdong No. 56/57, Kakrail) was never declared Abandoned Property nor treated as such not possession was taken by Government at any time nor any order for surrendering possession was issued in respect of the said property at any time. The property is not an abandoned property and the provision of section 5(1)(a) of the Ordinance is into attracted in respect of the same

5. That since the notification dated 28th April, 1986 mentioned hereinabove includes the building in question at serial No. 41, Page 6663 of the Bangladesh Gazette, your petitioner files this application under Section 7 of the Ordinance No. LIV of 1985, incorporating particular herein below as required under section 8 thereof:

(a) A. K. Md. Idris Hossain Talukder son of Md. Pachon Talukder, citizen of Bangladesh by birth, resided orginally in village Kharhut within P. S. Kasiani, District- Gopalganj (Formerly Faridpur), place of present resident 57 Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka.

(b) Kasiani, 25th Januray, 1937.

(c) Constructed Two-storied pucca building with loan from the House Building Finance Corporation in Loan Case No. D- 6793 of 1974-75 having 4 rooms, 2 bath rooms, Kitchen, store etc, in each floor, and also constructed 3 semi pucca tin sheds on the aforesaid land measuring .1041 acres (more or less $6\frac{1}{2}$ ***kathas) appertaining to C. S. Plots No. 133 and 134 corresponding to S. A. Plot No. 144 under Khatian No. 198/141 of mouza Baje Kakrail, comprised as Municipal holding No. 57, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka.***

(d) Not applicable. As the Government or any body on behalf of the Government never took possession of the building in question, the question does not arise as all.

(e) Not applicable. The applicant has been in possession since his purchase from Tara Ram Joishoara by registered Kabala Deed Nos. 9441, 9442, 9440, 9439, 9438 dated 30.05.72 and Deed No. 4417 dated 15.02.73, so the question does not arise.

(f) The applicant is an advocate of the Bangladesh Supreme Court being enrolled on 01.02.71 and being a probationer under the late Advocate Abdus Slam Khan in 1970 the applicant has been living in the property concerned all along with his family (wife of childern).

(g) Tara Ram Joishoara son of late siu Baran Joishoara had been in possession of the land with some kutcha structures thereon immediately before the

commencement of P. O. 16 or 1972 and that said Tara Ram Joysoara was a Bangladeshi by birth and who service as a class IV employee in the Dhaka Medical College Hospital.

(h) Not applicable. The Government never took possession of the building as already stated in (d) above, so the question does not arise.

(i) The question of getting back possession does not arise at all as the applicant has been in peaceful possession all along since purchase of the land on 30.05.72. When the Government issued notice dated 08.06.79 and served on the applicant on 28.07.79 was duty replied on 01.08.79 and thereafter when the Joint Survey Team wanted to enquire into the legality possession and title of the applicant, documents and papers were presented before the Team to their satisfaction and nothing was done by the Board.

(j) Already stated in paragraphs 1 to 5 above.

(k) Exclusion of applicant's property i.e. 57, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka, from the list published under Section 5(1)(a) of Ordinance No. LIV of 1985.

(l) The property having never been taken possession of by the Government or any body on behalf of the Government listing of the building known as 57, Kakrail, under Section 5(1)(a) of the Ordinance, 1985 is illegal and not sustainable.

6. That all documents in support of the claim of the applicant have been annexed hereto as ANNEXURE- ..... to ..... in total 61 (Sixty one)sheets.

Wherefore it is most humbly prayed that the court of settlement will be pleased to admit this application, notify the Government and after perusing the papers and hearing the parties, exclude the applicant's property from the list published under Section 5(1)(a) of Ordinance No. LIV of 1985 by deleting the entry

as at serial No. 41 at page No. 6663 of the Bangladesh Gazette dated 28.04.1986 relating to the building comprised in holding No. 57, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper for ends of justice.

And the petitioner as in duty bound shall ever pray.

<u>VERIFICATION</u>

I solemnly declare that the statements made herein in this application are true to my knowledge and belief and I sign hereto at Dhaka this the 9th day of August, 1986.

A. K. Md. Irdis Hossain Talukder

Petitioner

<u>জারী নং- ৮৩/৮৯(২) তাং- ৩০/০১/৮৯</u>

<u>নোটিশ</u>

কোর্ট অব সেটেলমেন্ট
বাংলাদেশ এবানডন্ড বিল্ডিংস
সেড নং- ৫, সেগুন বাগিচা,
ঢাকা

দরখাস্ত/মামলা নং- ১০৮/৮৯ (ক-৪৬, রমনা, ঢাকা।)

এ. কে. এম. ইদ্রিস হোসেন তালুকদার

পিতা- মোঃ পাচন তালুকদার

৫৭ কাকরাইল, রমনা, ঢাকা।

..... দরখাস্তকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সচিব, পূর্ত মন্ত্রণালয় .. রেসপনডেন্ট।

যেহেতু উপরোক্ত দরখাস্তের/মোকদ্দমার দরখাস্তকারী ১৯৮৫ ইং সালের ৫৪ নং অধ্যাদেশের ৫নং ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকায় নিম্ন তফশীল বর্ণিত ইমারতের মালিকানা দাবী করিয়া এবং উক্ত তালিকা হইতে নিম্ন তফশীল বর্ণিত ইমারতকে বাদ দিবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্ত/মোকদ্দমার শুনানীর দিন আগামী ১৬-২-৮৯ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে।

অতএব এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা উক্ত তারিখে বেলা ৯.০০ (নয়) ঘটিকার সময় অত্র আদালতে নিজে অথবা আপনার/আপনাদের নিযুক্তীয় উপযুক্ত প্রতিনিধির মারফত প্রয়োজনীয় কাগজ, দলিল পত্র ও স্বাক্ষী (যদি থাকে) সহ শুনানীর জন্য হাজির হইবেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের/মোকদ্দমার একতরফা শুনানী ও বিচার হইবে।

উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আপনি প্রতিপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে আপনার লিখিত জবাব সংযুক্ত কাগজ পত্র সহ অত্র আদালতে দাখিল করিতে পারেন। মূল দরখাস্তের তিন কপি দরখাস্ত এবং সংযুক্ত কাগজ পত্রের এক সেট মামলার শুনানীর অন্তত দুই সপ্তাহ পূর্বে অত্র কোর্টে দাখিল করিতে হইবে।

ইমারতের তফশীল

বাড়ী নং- ৫৭, কাকরাইল

রমনা, ঢাকা।

আদেশক্রমে
স্বা/- অস্পষ্ট
রেজিষ্ট্রার
কোর্ট অব সেটেলমেন্ট

নোটিশের কপি বুঝিয়া পাইলাম।

Received 57, Kakrail, Dhaka

A.K. Md. Idris Hossain Talukder

30.01.89

কাগজ পত্র না থাকায় গ্রহন করা গেল না।

স্বা/- অস্পষ্ট
স্বাক্ষর/টিপসহি নোটিশ গ্রহীতা।
স্বা/- অস্পষ্ট
আইন কোষ
পূর্ত মন্ত্রণালয়
৩০/০১/৮৯

আমি এই আদালতের জনৈক জারীকারক প্রকাশ করিতেছি যে, অদ্য ৩১/০১/৮৯ ইং তারিখে উক্ত মোকদ্দমার নোটিশ জারী করিয়াছি।

নোটিশ দিতে দেখা যায় সরকারী অফিস নোটিশ নিয়াছে।

স্বা/- অস্পষ্ট
সাক্ষীর স্বাক্ষর

স্বা/- অস্পষ্ট
জারীকারকের স্বাক্ষর

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং ১০৮/৮৯ এর সকল আদেশ সমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

কোর্ট অব সেটেলমেন্ট
বাংলাদেশ এবানডন্ড বিল্ডিংস,
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

অর্ডার সিট

কেইস নং ১০৮/৮৯ (২০-৪১ রমনা, ঢাকা)

এ,কে, মোঃ ইদ্রিস হোসেন তালুকদার------ দরখাস্তকারী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পূর্ত মন্ত্রণালয় ---

রেসপনডেন্ট

১
২৯/১/৮৯
বাড়ী ২৫৭, কাকরাইল, রমনা , ঢাকা ----- দরখাস্ত মামলা হিসেবে রেজিষ্ট্রি করা হউক, শুনানীর তারিখ -
----
পুনরায় আগামী ১৩.০২.৯৩ ইং শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

২ আদেশের কাগজ ছিড়ে যাওয়ায় পাওয়া গেল না।

৩ আদেশের কাগজ ছিড়ে যাওয়ায় পাওয়া গেল না।

৪ আদেশের কাগজ ছিড়ে যাওয়ায় পাওয়া গেল না।

৫
১৩.০২.৯৩.
অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। কোর্টের বিচারকাজ বন্ধ থাকায় পরবর্তী শুনানী আগামী ২০.০৩.৯৩ ইং তারিখ ধার্য করা হইল।

৯
২০.১২.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। এই মামলা ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮ ও ১০৯/৮৯ নং মামলা সহ একত্রে শুনানীর জন্য লওয়া হয়।

বাদী পক্ষে এক দরখাস্ত দিয়া মুল দলিলাদি HBFC অফিসে জমা থাকার কারণে উহা অত্র আদালতে দাখিল করা হইতে অব্যাহতি দানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। মঞ্জুর করা হইল।

অত্র মামলায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিরোধীয় সম্পত্তি ১৯৬০ ইং সন হইতে ১৯৭০ ইং সন পর্যন্ত ইহার মালিক তারা রাম জয়সোয়ারা ওরফে ছিভ রতন রাম পিং মৃত ছিউ বরন জয়সোয়ারা --- অন্যকোন সম্পত্তি কর্তৃক নিম্ন তপসিল বর্ণিত ভূমি কাহারো নিকট বিক্রি করিয়াছেন কিনা মর্মে জেলা রেজিষ্ট্রার , ঢাকা এর নিকট হইতে তথ্য তলব করা হউক।

তপসিল

৩। জেল-ঢাকা, থানা সাবেক তেজগাও ও হাল রমনা সদর সাবরেজিষ্ট্র ারীর এলাকাধীন ঢাকা কালেকটরীর তৌ জিং নং ১০০২২, ২৮৪ নং --- কাকরাইল মৌজার ৮২ নং খতিয়ানে ১৩৩ নং দাগের ৩৪ শতাংশ ভূমি। হাল সেটেলমেন্ট জরীপের ৯ নং --- কাকরাইল মৌজার ১৯৮ নং খতিয়ানের ১৪৪ নং দাগের ৩৪ শতাংশ ভূমি ও কাচাবাড়ী। উক্ত তথ্য জরুরী ভিত্তিতে আগামী ১৮.০১.৯৪ ইং তারিখে বা তৎপূর্বে অত্র কোর্টে ডাকযোগে বা লোকমারফত পাঠানোর জন্য তলব করা হউক। আগামী ১৮.০১.৯৪ ইং রায় প্রচারের জন্য।

১০

১০.০১.৯৪

ঢাকার জেলা রেজিষ্ট্রারের ২৭.১২.৯৩ ইং তারিখের স্মারক নং ৩৫১৫ দেখিলাম। অত্র কোর্টে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী বা সাব রেজিষ্টারী অফিসের ---- বা **index** পর্যালোচনা করার মত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন কর্মচারী নাই। ফলে জনস্বার্থে ও ন্যায় বিচারে সাহায্য করার জন্য রেকর্ড রুমের কোন কর্মচারী দ্বারা ২০.১২.৯৩ ইং তারিখের আদেশের মর্ম মোতাবেক তল্লাসি করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হউক।

১১

১৮.০১.৯৪

অদ্য রায় প্রচারের জন্য ধার্য্য আছে। ১০.০১.৯৪ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক প্রেরিত চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত রায় প্রদান স্থগিত রাখা আবশ্যক।

ফলে উক্ত প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষে আগামী ৪.০২.৯৪ ইং রায় প্রদানের জন্য ধার্য্য করা হইল।

ইতিমধ্যে ঢাকার তৃতীয় সাবজজ আদালতের **T.S. 5/1972** (তৃতীয় মুন্সেফী আদালতে মামলা নং দেং ১৫০/১৯৬১) তলব করা হউক। অত্র কোর্টের মামলা নং ৯৫৮/৮৮-তে ইহার উল্লেখ আছে। ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে অদ্য মামলার তপসিলে বর্ণিত জমি সংক্রান্ত **S.A.** খতিয়ানও তলব করা হউক।

১২

০৫.০২.৯৪

০৪.০২.৯৪ ইং অত্র মামলায় রায় প্রদানের জন্য ধার্য্য ছিল। কিন্তু উক্ত তারিখ সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্রবার) হওয়ায় অদ্য আদেশের জন্য লওয়া হইল।

১০.০১.৯৪ এবং ১৮.০১.৯৪ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক তলবকৃত তথ্যাদি এবং দলিলাদি আসে নাই। ফলে রায়ের জন্য নথি প্রস্তুত নহে।

(১) ১০.০১.৯৪ ইং তারিখের আদেশে বর্ণিত মতে পুনরায় জেলা রেজিষ্ট্রা রের নিকট ***Reminder*** *দেওয়া হউক।*

(২) ১৮.০১.৯৪ ইং তারিখের আদেশে বর্ণিত মতে ঢাকার জেলা জজ এর নিকট হইতে পুনরায় ৩য় সাবজজ আদালতের দেঃ ৫/১৯৭২ নং মামলার নথি তলব করা হউক অথবা পূর্বের চিঠির সূত্রে ***Reminder*** *দেওয়া হউক।*

(৩) ১৮-০১.৯৪ ইং তারিখের আদেশের মর্ম মোতাবেক পুনরায় জেলা প্রশাসক এর নিকট হইতে ***S.A.*** *খতিয়ান তলব করা হউক অথবা পূর্বে প্রেরিত চিঠির সূত্র মতে* ***Reminder*** *দেওয়া হউক।*

আগামী ২৮.০২.৯৪ ইং উক্ত দলিলাদি পাওয়া সাপেক্ষে রায় প্রচারের জন্য।

১৩
২৮.০২.৯৪

অদ্য রায় প্রচারের জন্য ধার্য্য আছে। ইতিমধ্যে ৩য় সাবজজ আদালত হইতে দেং ৫/৭২ নথির পরিবর্তে একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে উক্ত নথি খুজিয়া বাহির করার জন্য এক মাসের সময়ের অনুরোধ করিয়াছে। ফলে উক্ত নথি খুজিয়া বাহির করিয়া অত্র কোর্টে প্রেরনের জন্য এক মাসের সময় দেওয়া হইল। আগামী ধার্য্য তারিখের পূর্বে নথি প্রেরনের জন্য ***Reminder*** *দেওয়া হউক।*

অদ্যবধি জেলা রেজিষ্ট্রার , ঢাকা এর নিকট হইতে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায় নাই। ফলে অতি সত্তর একটি ***Reminder*** *দেওয়া হউক।*

জেলা প্রশাসকের অফিস হইতে ***S.A.*** *খতিয়ানের নকল বা* ***working Vol*** *পাওয়া যায় নাই। পুনরায় ইহা তলব করা হউক অথবা* ***Reminder*** *দেওয়া হউক।*

উক্ত নথি ও দলিলাদি পাওয়া সাপেক্ষ্যে আগামী ২৯.০৩.৯৪ রায় প্রচারের জন্য।

১৪
২৯.০৩.৯৪

অদ্য রায় প্রচারের জন্য ধার্য্য আছে। কিন্তু ১৮.০১.৯৪ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক তলবকৃত কেস কিছুই পাওয়া যায় নাই। ফলে পুনরায় তাহা তলব করা হউক অথবা ***Reminder*** *দেওয়া হউক।*

ইতিমধ্যে বাদীগণকে মূল ***S.A.*** *খতিয়ান এবং ১৯৭০ ইং সন পর্যন্ত সময়ের বিরোধীয় জমির খাজনার রসিদ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের রসিদ ও মিউনিসিপ্যাল করপোরেসনের কর আদায়ের রসিদ সমূহ দাখিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল।*

বাদীগণের দাখিলী খরিদা দলিল সমূহ ও খতিয়ান (সকল ফটোকপি) পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, বিরোধীয় জমির ***C.S.*** *রায়ত ছিল বাবু লাল তাঁতী পিং মৃত ভিরিঙ্গী তাতী।* ***S.A.*** *খতিয়ানে তারা রাম জয়সোয়ারা পিতা দেউবরন জয়সোয়ারা।* ***C.S.*** *খতিয়ানে দাগ নং এর* ***corresponding S.A.*** *খতিয়ান, দাগ নং ও রায়তের নাম জানাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে চিঠি দেওয়া হউক।*

বাদীগণের খরিদা দলিল হইতে দেখা যায় যে, ***C.S.*** *রায়ত বাবু লাল তাতী ১ স্ত্রী ও ২ ছেলে রাখিয়া মারা যায়। পরে তাহার উভয় পুত্র অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। পরে তাহার উভয় পুত্র অববিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। ফলে তাহার স্ত্রী এমোনিয়া তাতী ১৬ আনা সম্পত্তির মালিক হন। এমোনিয়া তাতী তারা রাম জয়সোয়ারা ওরফে সিউ রতন রাম ওরফে তারা রাম মুচী পিং মৃ ছিউ বরন জয়সোয়ারাকে* ***adopted son*** *হিসাবে গ্রহণ করে।*

ফলে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, বিবিধ এমোনিয়া তাঁতী উক্ত সম্পত্তির মালিক হইয়াছিল কিনা, হিন্দু বিধবা ***adopt*** *করতে পারে কিনা এবং তাহাকে তারা রাম যে* ***adopt*** *করিয়াছে এই মর্মে কি প্রমাণ আছে।*

adopted son *তাহার পূর্বের গোত্র পরিবর্তন করিয়া* ***adopted father*** *নাম ধারন করিয়াছে কিনা? কিন্তু এখানে তাহা করে নাই এবং দলিলে ---- আসল পিতার নাম ব্যবহার করা হইয়াছেএ এবং স্বীকৃত মতে* ***C.S.*** *রায়ত বাবু লাল তাতী তাহার জীবদ্দশায় কোন পোষ্য, পুত্র গ্রহণ করে নাই ফলে বাবু লালের কথিত পোষ্য পুত্র উক্ত সম্পত্তির মালিক হইয়াছিল কিনা তাহাও ব্যাখ্যা কিরা প্রয়োজন।*

ফলে আগামী ৪.০৫.৯৪ ইং উক্ত বিষয়ে পুনঃ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

১৫
৪.০৫.৯৪

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয় পক্ষ হাজির।

বিরোধীয় সম্পত্তি ১৯৪৭-১৯৭০ সন পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য অদ্যবধি জেলা রেজিষ্ট্রি ারের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

ঢাকার তৃতীয় সাবজজ আদালত হইতে তলবকৃত দেং ৫/৭২ মামলার নথি পাওয়া যায় নাই।

এস, এ খতিয়ানের ওয়ার্কিং ভ্যুলিয়ম হইতে নকল বা ভ্যুলিয়ম পাওয়া যায় নাই।

উক্ত দলিলাদি না পাওয়ার কারণে অদ্য শুনানী করা সম্ভব হয় নাই। ফলে পূর্বের চিঠিগুলির সূত্র উল্লেখপূর্বক উক্ত তথ্যাদি, মামলার নথি এবং এস, এস খতিয়ানের ওয়ার্কি ভ্যুলিয়ম তলব করা হউক।

উক্ত তলবকৃত দালিলাদি পাওয়া সাপেক্ষ্যে আগামী ২৮.০৭.৯৪ ইং শুনানীর জন্য।

১৬

২৮.০৭.৯৪

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। গত তারিখের আদেশ মোতাবেক তলবকৃত রেকর্ড পাওয়া যায় নাই। জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর রেকর্ড রুম হইতে প্রাপ্ত স্মারক ৩৬ (সং) ফেব্রুয়ারী ৯৪ তারিখ ১৮.০৭.৯৪ ও তৎসংলগ্নি ওয়ার্কিং ভলিয়ামের সত্যায়িত ফটোকপি নথিতে রাখা হইল। আদালতে বিচার কার্য বন্ধ থাকায় পুনরায় আগামী ০৬.১০.৯৪ ইং তারিখ মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

১৭

৯.০৮.৯৪

অদ্য জনৈক আবদুল কুদ্দুস, ৮৩ সেগুন বাগিচা ঢাকা হইতে প্রাপ্ত অভিযোগ নথিতে রাখা হইল।

অভিযোগকারীর বক্তব্য হইতে দেখা যায় যে, নালিশী সম্পত্তিটি জনৈক অস্ত্রি লাল সাহা বনিক খরিদা সূত্রে মালিক থাকিয়া ৪.১১.৬১ ইং তারিখে রেজিঃ কবলা দলিল নং ৬২৭৪ মুলে আবদুস ছোবহারের নিকট বিক্রয় করে। উক্ত আবদুস ছোবহান বিগত ৩১.১২.৬৫ ইং তারিখে রেজিঃ কবলা দলিল নং ৯৬৫৫ নং মুলে তাহার ছয় ছেলে সহিত জামান ও অন্যান্যদের নিকট বিক্রয় করে। আগামী ধার্য্য তারিখে উক্ত অভিযোগে আদালতে উপস্থাপন করা হউক।

১৮
০৬.১০.৯৪

অদ্য অত্র মামলাসহ ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮ নং মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। সরকার পক্ষে হাজির আছে। বাদী পক্ষে এক দরখাস্তের মাধ্যমে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনামতে সময় দেওয়া হইল। আগামী ১১.১২.৯৪ তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

২০
১১.১২.৯৪

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। সরকার পক্ষে বাদী পক্ষে হাজিরা দাখিল করিয়াছে। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদী পক্ষে ২০.১২.৯৩ তারিখে এক দরখাস্ত দিয়া নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্ত যে দলিলাদি **HBFC** এর দপ্তরে জমা আছে উহা এই কোর্টে দাখিল করা হইতে অব্যহতির জন্য প্রার্থনা করিলে কোর্ট উক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। বাদী তাহার দাবী সম্পর্কে দলিলাদি ও কাগজপত্রের ফিরিস্তি ও দাখিল করে নাই। ইহা ছাড়া **HBFC** অফিস রক্ষিত দলিলাদি ভিন্ন অন্য যে সকল দলিলাদি ও কাগজপত্র বাদীর নিকট আছে উহার মুল ও ফটোকপি দাখিল করে নাই। বাদীকে

উক্ত মুল দলিলাদি ফটোকপি সহ ফিরিস্তিযোগে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। ফিরিস্তিযোগে মুল দলিলাদি ও কাগজপত্র ফটোকপি সহ দাখিল এবং বাদীর উপস্থিতি ও শুনানীর জন্য আগামী ০৪.০২.৯৫ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইল।

২১
০৪.০২.৯৫

অদ্য মামলা শুনানীর তারিখ। পক্ষগণ হাজিরা দিয়াছে। বর্তমানে আইনগতভাবে কোর্ট গঠিত না থাকায় আগামী ০২.০৫.৯৫ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

২২
০২.০৫.৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বর্তমানে আইনগতভাবে কোর্ট গঠিত না থাকায় পুনরায় আগামী ২৬.০৭.৯৫ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

২৩
২৬.০৭.৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য। পক্ষগণ হাজিরা দিয়াছে। বাদীপক্ষে এক দরখাস্ত দিয়া দরখাস্তে বর্ণিত দাখিলকৃত পেনশন বই ফেরত নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছে।

শুনিলাম। এখন প্রার্থনা মঞ্জুর করা যায় না। মামলা শুনানীর হইয়াছে। নিষ্পত্তির জর বিবেচনা যোগ্য (ভিওপি)।

পূর্ব আদেশ মোতাবেক,

অত্র মামলা সহ ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ ও ৯৫৭/৮৮ নং মামলা একত্রে শুনানীর জন্য লওয়া হইল। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনা হইল। সরকার পদ বিরোধী সম্পত্তি সংক্রান্ত

মন্ত্রণালয়ের নথি দাখিল করিয়াছে। শুনানী সমাপ্ত ঘোষণা দেওয়া হইল। আগামী ইং ৩০.০৭.৯৫ তারিখে রায় প্রচারের জন্য ধার্য্য করা হইল।

২৪
৩০.০৭.৯৫

৫৬, ৫৬/১, ও ৫৭ নং কাকরাইল এর বাড়ি লইয়া মামলা নং ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৮ মামলাগুলি পূর্ব হইতেই একত্রে চলিতেছে। বিগত ২৬.০৭.৯৫ তারিখে শুনানী অন্তে অদ্য রায় প্রকাশের জন্য ধার্য ছিল। কিন্তু মামলাগুলিতে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের ও গ্রহণযোগ্য দলিলাদির অভাব রহিয়াছে। পূর্বের আদেশগুলো হইতেও দেখা যায় যে সম্পত্তির মুল মালিকানা সম্পর্কে কোর্টের সন্তুষ্টির জন্য তথ্য সম্মিলিত কাগজপত্র তলব করা হয়েছিল কিন্তু উহা প্রতিপালিত হয় নাই। ইহা ছাড়া দরখাস্তকারীগণ মুল ক্রয় দলিল, সিএস ও এসএ খতিয়ান দাখিল করেন নাই। একমত হইয়া যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল ;

(১) সকল মামলার আবেদনকারীগণ তাহাদের দাবীর সমর্থনে কবলা ও খতিয়ান সহ মুল দলিলাটি আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে দাখিল করিবেন।

(২) সিএস খতিয়ানে মালিক বাবুলাল মতি হইতে আবেদনকারীগণের দলিল দাতা তারারাম যশোয়ারা কিভাবে সম্পত্তির মালিক হয় এ সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য আসা প্রয়োজন।

(৩) ঢাকা জেলা রেজিষ্ট্রারকে সমন দিয়া তাহাকে অথবা তাহার একজন প্রতিনিধিকে;

(ক) ০৪.০১.৬১ তারিখের ৬২৭৪ নং কবলা দাতা লাল সাহা বণিক গ্রহিতা মোঃ আব্দুস সোবহান

(খ) ৩১.১২.৬৫ তারিখে ৯৬৫৫ নং কবলা আব্দুস সোবহান দাতা শহিদ জামাল গং গ্রহিতা এবং

(গ) ১৫.০২.৭৬ তারিখের দলিল নং ৪৪১৭ ও ৪৪১৮ দাতা তারারাম যশোয়ারা এই সকল মুল দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়া থাকিলে উহার সমর্থনে রেজিষ্ট্রিসমূহ লইয়া আগামী ধার্য তারিখে কোর্টে আসিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

(৪) তারারাম যশোয়ারা ওরফে সিও রতন রাম পিতা সিও বরণ যশোয়ারা নামে কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বা ডোম ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১৯৬৮-৭২ সাল বা তার পূর্বে চাকরী করিতেন কিনা তাহা জানিতে চাহিয়া সুপারিনটেনডেন্টকে পত্র দেওয়া ইউক।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট চারটি মামলার রায় ঘোষণা মুলতবি রাখিয়া উপরোক্ত তথ্যাদি ও দলিলপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আগামী ইংরেজী ২৯.১০.৯৫ তারিখ পুনঃ শুনানীর জন্য রাখা হইল। উপরোক্ত তথ্যাদি ও দলিলপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আগামী ইংরেজী ২৯.১০.৯৫ তারিখ পুনঃ শুনানীর জন্য রাখা হইল। পক্ষগণকে জ্ঞাত করা হউক।"

২৫
২৯.১০.৯৫

অদ্য জেলা রেজিষ্ট্র ার অফিস এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হইতে তলবকৃত রেকর্ড প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুনঃ শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। সরকার পক্ষে হাজিরা দিয়েছে। বাদীপক্ষে হাজিরা দেয় নাই। দেখা যায় যে, যে সমস্ত কাগজপত্র ও রেকর্ড তলব করা হয় তাহা আসে নাই। পুনরায় তলব দিয়া

চিঠি দেওয়া হউক। আগামী ইং ২১.১১.৯৫ তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য্য হইল।

২৬
২১.১১.৯৬

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। সরকার পক্ষে এক দরখাস্ত দিয়া বর্ণিত কারণে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছেন।

শুনিলাম। দেখা যায় এই চারটি মামলা বহুদিন যাবৎ শুধু শুনানী চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু নিষ্পত্তি হইতেছেনা। পুনরায় সময় দেওয়া বাঞ্চনীয় নয় বিধায় প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হইল। (ভিওপি)

২৭
অতঃপর

অত্র মামলা সহ ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৭ এই চারটি মামলা একত্রে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হইতে তলবী চাকুরীর খতিয়ান আসে নাই। তৎসংক্রান্তে মেডিকেল কলেজ হইতে প্রাপ্ত স্মারক নং ১৫৭/৯৫ তাং ২০.১১.৯৫ অত্র নথিতে রাখা হইল। ঢাকা জেলা রেজিস্ট্রার এর কার্যালয় হইতে মোহরার জনাব মোঃ বাহার উদ্দিন দলিল নং ৪৪১৭ ও ৪৪১৮ এর ১০৮/১৯৭৩ নিয়া কোর্টে উপস্থিত আছে। উক্ত কলামের সহিত বাদীর দেয় দলিলদ্বয় মিলাইয়া একজন সদস্য সত্যায়িত করিলে উহা নথিতে রাখা হইল এবং উক্ত বালাম তাৎক্ষনিক বাহকের নিকট ফেরৎ দেওয়া হইল। দলিল নং ৬২৭৪ তাং ০৪.১১.৬১ ও দলিল নং ৯৬৫৫ তাং ৩১.১২.৬৫ এর বালাম পাওয়া যায় নাই।

সরকার পক্ষে জনৈক সহিত জামান গং এর নামীয় কবলা দলিল নং ৯৬৫৫ তাং ৩১.১২.৬৫ এর ***certified copy*** *দাখিল করিয়াছে যাহা অত্র নথিতে রাখা হইল। বাদীপক্ষে ফিরিস্তিযোগে কাগজপত্র দাখিল করিয়াছে। মুল কপির সহিত মিলাইয়া ফটোকপি আদালতের একজন সদস্য সত্যায়িত করিলে উহা নথিতে রাখা হইল এবং মুল কপি তৎক্ষনাৎ বাদীর বরাবরে ফেরৎ দেওয়া হইল। উভয় পক্ষে বক্তব্য শ্রবান্তে মামলাদ্বয়ের শুনানী সমাপ্ত ঘোষণা দেওয়া হইল। আগামী ইং ২৭.১১.৯৫ তারিখে রায় প্রচারের জন্য ধার্য্য করা হইল।*

২৮

২৭.১১.৯৫

অদ্য এই মামলা সহ ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৮ নং মামলার রায় প্রদানের জন্য ধার্য্য ছিল। চেয়ারম্যান সহ দুইজন সদস্য মহোদয়ের স্বাক্ষরযুক্ত ভিন্ন ৭ (সাত) পৃষ্ঠায় প্রচারিত রায়ে কোর্টের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে মামলা চারটি মঞ্জুর করা হইল। মুল রায় অত্র নথিতে রাখা হইল। রায়ের সত্যায়িত ফটোকপি মামলা নং ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ ও ৯৫৭/৮৮ নং মামলার নথিতে রাখা হউক। রায়ের কপি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন মন্ত্রণালয় এবং এপিএমবিতে পাঠানো হউক।

সরকার পক্ষে দাখিলী নথি সরকারের নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌশলীর নিকট ফেরৎ দেওয়া হউক।"

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৯/৮৯

মোছাঃ জামিলা খাতুন কর্তৃক দাখিলকৃত অধ্যাদেশ ৫৪/৮৫ এর ৭(১) ধারার দরখাস্ত যা সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৯/৮৯ হিসেবে নিবন্ধিত তা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"Before the Chairman

Court of Settlement, Ministry of Public Works & Urban Development, Government of Bangladesh, Bangladesh Shachibalaya, Dhaka.

Sub: ***An application under section 7 (1) of the Abandoned Buildings (Supplementary Provision) ordinance No: LIV of 1985 for exclusion of House known as 57, Kakrail, P.S. Ramna, Dhaka, from listings as Abandoned Property as appears in Notification No. SRO 14-L/86 Shakha-9/ 1M-72/85/416 dated 28th April, 1986 under section 5(1) (a) of the ordinance No. LIV of 1985, serial No. 41 at page 6663 of the Bangladesh Gazette.***

Sir,

1. ***My husband Mr. A. K. Md. Idris Hossain Talukder, advocate and I purchased. 1041 acres (6 ½ Kathas) of land, more or less from Tara Ram Joysoara alias siu Ratan Ram alias***

Tara Ram Muchi in our own names and in the Benami of our minor sons out of C.S. Plot Nos. 133 and 134 under CS. Khatian No. 82, recorded as S.A. Plot No. 144 under S.A. Khatian No. 198/141 of Mouza Baje Kakrail, J. L. No. SA-9/C.S. 284 within P.S. Ramna, by Registered Kabala sale deed nos. 9441,9442,9440,9439 and 9438 dated 30.05.72 and deed nos. 4417, dated 15.2.73 Possession of the said land being delivered to us on the date of execution of the deeds and since the date of purchase we have been residing there personally without children, raising semi pucca tin sheds and a pucca two storied Building with loan from the House Building Finance Corporation in Loan case No. D – 6793 in the name of my husband, matating our names in the relevant records of the Government, Dhaka Municipality etc, and paying rents and taxes to the appropriate authorities in our own names most

peacefully and without any objection from any quarter.

2. ***That our property known as 57, Kakrail, was never declared abandoned property, nor treated as such, nor possession of the same was taken by the Government at any time nor any order for surrendering possession was issued in respect of the property at any time. The4 property is to an abandoned property and the provision of section 5 (1) (a) of the ordinance No. LIV of 1985 is not attracted in respect of the same. Since the Notification dated 28th April, 1986 mentioned hereinabove including the building in question at serial No. 41, page no. 6663 of the Bangladesh Gezette your petitioner files this application under section 7 of the ordinance incorporating details hereinbelow as required under section 8 thereof :***

(a) ***Name, description, Citizenship and place of residence of the applicant:***

Mosammat Jamila Khatun wife of A.K. Md. Idris Hossain Talukder and daughter of Md. Amjad Ali Mia, citizen of Bangladesh by birth, resided originally in village Daiara, withing P.S. Kotwali, District Comilla, then at Kharhut (Kasiani, Faridpur) and thereafter at Dhaka, Place of present residence, 57, Kakrail, P.S. Ramna, Dhaka.

b) Date and place of Birth of the applicant:

Daiara (Comilla) 02.08.1942

c) Full Particulars of the building in respect which any right or interest is claimed:

Constructed 3 semi pucca tin sheds and a two storied pucca building with loan from House Building Finance Corporation in Loan case No. D-6793 in the name of may husband A.K. Md. Idris Hossain Talukder, having 4 rooms, 2 Bath rooms, Kitchen store, etc. in each floor on the aforesaid land measuring 1041 acress (6 ½ Kathas)

more or less, appertaining to C.S. Plot nos. 133 and 134 corresponding to S.A. Plot No. 144 under S.A. Khatian No. 198/141 of Mouza Baje Kakrail, comprised as Municipal Holding No. 57, Kakrail, P.S. Ramna, Dhaka.

d) Date if known on which the possession of the building was first taken by the Government.

The question does not arise at all, as the government or any body on behalf of the government never took possession of the building in question.

e) Period for which the applicant is not in possession of the building:

Not applicable. The applicant and her husband have been in possession since their purchase from Tara Ram Joysoara by registered Kabala deed nos. 9441,9442,9440, 9438, 9439, dated 30.05.72 and deed no. 4417 dated 15.02.73, so the question does not arise.

f) Occupation and residence of the applicant immediately before the commencement of the president order and during the period from such commencement till the making of the application:

Housewife. My husband and I have been living in the property concerned all along with our children till to-day.

g) Name and description of the person in possession of the building immediately before the commencement of P.O. 16/72:

Tara Ram Joysoara son of Late Siu Boron Joysoara who served as a class IV employee in the Dhaka Medical College Hospotal and was a pension Holder under the Government of Bangladesh, who was in possession of the land with some structure thereon immediately before the commencement of P.O. 16 of 1972 from who we purchased and got possession and that said Tara Ram Joysoara was a Bangladeshi by birth.

h) Name and description of the person in possession of the building immediately before the possession is taken by the Government under the president's order.

Not applicable. The government never took possession of the building as already stated in (d) above, so the question does not arise at all.

i) Action taken by the applicant for protecting his right or interest or getting back the possession of the building:

The question of getting back possession does not arise at all as we have been in resident possession all along since power house------- of the land on 30.05.72. When the government issued notice dated 08.06.79 received by my husband on 28.07.79 it was duly replied on 01.08.79 and thereafter when the Joint Survey team wanted to inquire into the legality of our possession and title by memo No. 541 dated 01.02.80 issued by the Abandoned property

Management Board, documents and papers were presented before the team which was fully satisfied and nothing was done thereafter by the Board.

j) Brief statement in support of the claim of the applicant: Already stated in paragraph 1 and 2 above.

k) Relief claimed by the applicant:

Exclusion of the property i.e. 57, Kakrail, P. S. Ramna, Dhaka from the list published under section 5(1)(a) of the ordinance No. LIV of 1985.

l) Any other matter relevant to the relief claimed:

The property having never been taken possession of by the government or any body on behalf of the government, listing of the building known as 57, Kakrail, under section 5(1)(a) of the ordinance LIV of 1985 is illegal and not sustainable.

3. That the documents in support of our claim have been annexed to the application of my husband A.K. Md.

Idris Hossain Talukder and some hereto as Annexure Nos. total. 2 (two), sheets.

Enclosers: 2.
a) Citizenship certificate-1. b) Photo copies of Kabala deeds Nos....
c) S. a. Parcha No. ....
d) Dakhilas No. .....
e) Municipal tax receipt .....
f) H. B. F. C. Loan sanction memo. Nos. .....
All submitted with the application of my husband on A. K. M. Idris Hossain Talukder, which relates to the same holding.
g) One list of documents.

<u>Mst Jamila Khatun</u>
(Mosammat Jamila Khatun)
W/O. A.K. Md. IdrisHossain Talukder
57, Kakrail, P.S. Ramna, Dhaka-2.
<u>Dated- 11.08.1986</u>

<u>সি. এস/সি-১০৯/৮৯/৩২৩ তাং- ২৯/১১/৯২</u>

<u>নোটিশ</u>

কোর্ট অব সেটেলমেন্ট
বাংলাদেশ এবানডন্ড বিল্ডিংস
সেড নং- ৫, সেগুন বাগিচা,
ঢাকা

দরখাস্ত/মামলা নং- ১০৯/৮৯ (ক-৪১, রমনা, ঢাকা।)

মোছাঃ জমিলা খাতুন

পতি- এ. কে. এম. ইদ্রিস হোসাইন তালুকদার

৫৭ কাকরাইল, ঢাকা।

..... দরখাস্তকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সচিব, পূর্ত মন্ত্রণালয় .... রেসপনডেন্ট।

যেহেতু উপরোক্ত দরখাস্তের/মোকদ্দমার দরখাস্তকারী ১৯৮৫ ইং সালের ৫৪ নং অধ্যাদেশের ৫নং ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত তালিকায় নিম্ন তফশীল বর্ণিত ইমারতের মালিকানা দাবী করিয়া এবং উক্ত তালিকা হইতে নিম্ন তফশীল বর্ণিত ইমারতকে বাদ দিবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্ত/মোকদ্দমার শুনানীর দিন আগামী ০৪-০১-৯৩ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে।

অতএব এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, আপনি/আপনারা উক্ত তারিখে বেলা ১০.০০ (দশ) ঘটিকার সময় অত্র আদালতে নিজে অথবা আপনার/আপনাদের নিযুক্তীয় উপযুক্ত প্রতিনিধির মারফত প্রয়োজনীয় কাগজ, দলিল পত্র ও স্বাক্ষী (যদি থাকে) সহ শুনানীর জন্য হাজির হইবেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের/মোকদ্দমার একতরফা শুনানী ও বিচার হইবে।

উপরোক্ত তারিখের মধ্যে আপনি প্রতিপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে আপনার লিখিত জবাব সংযুক্ত কাগজ পত্র সহ অত্র আদালতে দাখিল করিতে পারেন।

ইমারতের তফশীল

বাড়ী নং- ৫৭, কাকরাইল

রমনা, ঢাকা।

আদেশক্রমে
স্বা/- অস্পষ্ট
রেজিষ্ট্রার
কোর্ট অব সেটেলমেন্ট

নোটিশের কপি বুঝিয়া পাইলাম।

A.K. Md. Idris Hossain Talukder

57, Kakrail, Dhaka- 1000.

21.12.92

স্বা/- অস্পষ্ট
স্বাক্ষর/টিপসহি
নোটিশ গ্রহীতা।
এম. এ. মালেক
পাঠান
ব্যক্তিগত সহকারী
পূর্ত মন্ত্রণালয়

আমি এই আদালতের জনৈক জারীকারক প্রকাশ করিতেছি যে, অদ্য ২১/১২/৯২ ইং তারিখে উক্ত মোকদ্দমার নোটিশ জারী করিয়াছি।

দরখাস্তকারী নোটিশ গ্রহন করিয়াছেন।

স্বা/- অস্পষ্ট
সাক্ষীর স্বাক্ষর

স্বা/- অস্পষ্ট
জারীকারকের
স্বাক্ষর

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং ১০৯/৮৯ এর সকল আদেশ সমূহ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

কোর্ট অব সেটেলমেন্ট
বাংলাদেশ এবানডন্ড বিল্ডিংস,
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
অর্ডার সিট

কেইস নং ১০৯/৮৯ (২০-৪১ রমনা, ঢাকা)

মোছাঃ জামিলা খাতুন------ দরখাস্তকারী

বনাম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পূর্ত মন্ত্রণালয় --- রেসপনডেন্ট

১

২৯/১/৮৯

বাড়ী ৫৭, কাকরাইল, রমনা , ঢাকা (ক-৮) দরখাস্ত মামলা হিসেবে রেজিষ্ট্রি করা হউক, শুনানীর তারিখ ১৬.০২.৮৯

পক্ষগণকে যথাযথ নোটিশ যোগ জানানো হউক। রেসপনডেন্ট প্রয়োজন মনে করিলে ইতিমধ্যে তার লিখিত জবাব দাখিল করিতে পারেন। উক্ত মামলা ৯৫৭/৮৮ এবং ৯৫৮/৮৮ এর সাথে ১৬.০২.৮৯ ইং তারিখে একত্রে শুনানী হহবে।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
চেয়ারম্যান
কোর্ট অব সেটেলমেন্ট,
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২

১৬.০২.৮৯ ------ ৩০.০৩.৮৯

৩

১৯.১১.১৯৯২

৯৫৬/৮৮ নং মামলায় প্রচারিত আদেশ বলে এই মামলা শুনানীর জন্য আগামী ০৪.০১.১৯৯৩ ং তারিখে ধার্য করা হইল। পক্ষগণকে নোটিশ দেওয়া হউক।

৪

০৪.০১.১৯৯৩

পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে ৯৫৬/৮৮ নং মামলায় প্রচারিত আদেশে আগামী ১৩.০২.১৯৯৩ ইং তারিখ মামলা পুনরায় শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

৫
১৩.০২.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। কোর্টের বিচারকার্য বন্ধ থাকায় পরবর্তী শুনানী আগামী ২০.০৫.৯৩ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইল।

৬
২০.০৫.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর ধার্য্য তারিখ। উভয়পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বর্তমানে শুনানী বন্ধ থাকায় ২১.০৮.৯৩ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

৭
২১.০৮.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখ। উভয়পক্ষ হাজিরা দিয়াছে । কোর্টের মাননীয় চেয়ারম্যান না থাকায় ০৪.১১.৯৩ ইং তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

৮
০৪.১১.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। উভয়ংপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। ১০৮/৮৯ নং মামলায় প্রচারিত আদেশ অনুযায়ী আগামী ২০.১২.৯৩ ইং তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল।

৯
২০.১২.৯৩

অদ্য মামলা শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। এই মামলা ৯৫৬/৮৮ ও ১০৯/৮৯ নং মামলা সহ একত্রে শুনানীর জন্য লওয়া হয়।

১০৮/৮৯ নং মামলায় প্রচারিত আদেশ মোতাবেক আগামী ১৮.০১.৯৪ ইং রায় প্রচারের জন্য ।

১০
০৬.১০.৯৪

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। সরকার পক্ষে হাজিরা আছে। বাদী পক্ষে এক দরখাস্ত দিয়া সময়ের প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রার্থনামতে সময় দেওয়া হইল। আগামী ১১.১২.৯৪ ইং তারিখ শুনানীর জন্যা ধার্য্য করা হইল।

১১
১১.১২.৯৪

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বাদী তাহার মুল দরখাস্তের সাথে যে সকল দলিলাদির ফটোকপি দাখিল করিয়াছে। কিন্তু কোন প্রকার ফিরিস্তি দাখিল করে নাই। ফিরিস্তি যোগে উক্ত ফটোকপির মুল দলিলাদি দাখিল এবং বাদীর উপস্থিতি ও শুনানীর জন্য আগামী ০৪.০২.৯৫ তারিখ ধার্য্য করা হইল।

১২
০৪.০২.৯৫

অদ্য মামলা শুনানীর তারিখ। সরকার পক্ষ হাজিরা দিয়াছে। বাদীপক্ষ হাজিরা দেয় নাই। বর্তমানে আইনগতভাবে কোর্ট গঠিত না থাকায় শুনানীর জন্য আগামী ০২.০৫.৯৫ ইং তারিখ ধার্য্য করা হইল।

১৩
০২.০৫.৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে । সরকার ও বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। বর্তমানে আইনগতভাবে কোর্ট

গঠিত না থাকায় পুনরায় আগামী ২৬.০৭.৯৫ ইং তারিখ শুনানীর জন্য ধার্য করা হইল।

১৪
২৬.০৭.৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে। পক্ষগণ হাজিরা দিয়াছে। অত্র মামলা ১০৮/৮৯ নং মামলাসহ শুনানীর জন্য লওয়া হয়। উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানী অন্তে শুনানী সমাপ্ত ঘোষনা দেওয়া হইল। আগামী ইংরেজী ৩০.০৭.১৯৯৫ তারিখে রায় প্রদানের জন্য ধার্য্য করা হইল।

২৪
৩০.০৭.৯৫

৫৬,৫৬/১, ও ৫৭ নং কাকরাইল এর বাড়ী লইয়া মামলা নং ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯,৯৫৬/৮৮, এবং ৯৫৭/৮৮, মামলাগুলি পূর্ব হইতেই একত্রে শুনানী চলিতেছে। বিগত ইংরেজী ২৬.০৭.৯৫ তারিখে শুনানী অন্তে অদ্য রায় প্রকাশের জন্য ধার্য্য ছিল। কিন্তু মামলাগুলিতে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের ও গ্রহণযোগ্য দলিলাদির অভাব রহিয়াছে। পূর্বের আদেশগুলি হইতেও দেখা যায় যে, সম্পত্তির মুল মালিকানা সম্পর্কে কোর্টের সন্তুষ্টির জন্য তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র তলব করা হইয়াছিল । কিন্তু উহা প্রতিপালিত হয় নাই। ইহা ছাড়া দরখাস্তকারীগণ মুল ক্রয় দলিল, সি, এস, ও এস, এ, খতিয়ান দালিল দাখিল করেন নাই। একমত হইয়া যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হইলঃ-

(১) সকল মামলার আবেদনকারীগণ তাহাদের দাবীর সমর্থনে কবলা ও খতিয়ান সহ মুল দলিলাদি আগামী ধার্য্য তারিখের মধ্যে দাখিল করিবেন।

(২) সি, এস, খতিয়ানে মালিক বাবু লাল মতি হইতে আবেদনকারীগণের দলিলদাতা তারা রাম জশোয়ারা কিভাবে সম্পত্তির মালিক হয়, এ সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য আসা প্রয়োজন।

(৩) ঢাকার জেলা রেজিষ্ট্রারকে সমন দিয়া তাহাকে অথবা তাহার একজন প্রতিনিধিকে-

(ক) ০৪.১১.৬১ তারিখের ৬২৭৪ নং কবলা দাতা- লাল সাহা বনিক গ্রহিতা আঃ সোবহান,

(খ) ৩১.১২.৬৫ তারিখের ৯৬৫৫ নং কবলা আঃ সোবাহান দাতা ও সহিত জামাল গং গ্রহিতা, এবং

(গ) ১৫.০২.৭৬ ইং তারিখের দলিল নং ৪৪১৭ ও ৪৪১৮ দাতা তারা রাম জশোয়ারা-এই সকল মুল দলিল রেজিষ্ট্রি হইয়া থাকিলে উহার সমর্থনে রেজিষ্টার সমুহ লইয়া আগামী ধার্য্য তারিখে কোর্টে আসিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

(৪) তারা রাম জশোয়ারা ওরফে সিউরতন রায় ছিউ বরণ জশোয়ারা নামে কোন ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী বা ডোম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১৯৬৮-৭২ সাল বা তার পূর্বে চাকরী করিতেন কিনা - তাহা জানিতে চাহিয়া সুপারেন্টেন্ডকে পত্র দেওয়া হউক।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ৪টি মামলার রায় ঘোষনা মুলতবী রাখিয়া উপরোক্ত তথ্যাদি ও দলিলপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আগামী ইংরেজী ২৯.১০.৯৫ তারিখে পুনঃ শুনানীর জন্য ধার্য্য করা হইল। পক্ষগণকে জ্ঞাত করা হউক।

১৫
২৯.১০.৯৫

অদ্য জেলা রেজিষ্ট্রার অফিস এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হইতে তলবকৃত রেকর্ড প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুনঃ শুনানীর

জন্য ধার্য্য আছে। সরকার পক্ষে হাজিরা দিয়াছে। বাদীপক্ষে কোন পদক্ষেপ নেয় নাই । দেখা যায় যে, যে সমস্ত কাগজপত্র ও রেকর্ড তলব করা হয় তাহা আসে নাই। পুনরায় তলব দিয়া চিটি দেওয়া হউক। আগামী ২১.১১.৯৫ শুনানীর জন্য ধার্য্য হইল।

১৬
২১.১১.৯৫

অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য্য আছে । হাজিরা দিয়াছে, সরকার পক্ষে এক দরখাস্ত দিয়া বর্ণিত কারনে সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে, মামলা নং ১০৮/৮৯ তে প্রচারিত আদেশে সময়ের প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হইল। ১০৮/৮৯ নং মামলাসহ অত্র মামলা শুনানীর জন্য লওয়া হইল। উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানী অন্তে শুনানী সমাপ্ত ঘোষনা করা হইল। আগামী ইংরেজী ২৭.১১.৯৫ তারিখে রায় প্রদানের জন্য ধার্য্য করা হইল।

১৭
২৭.১১.৯৫

অদ্য এই মামলার রায় প্রদানের জন্য ধার্য্য ছিল। চেয়ারম্যানসহ দুইজন সদস্য মহোদয়ের স্বাক্ষরযুক্ত ১০৮/৮৯ নং মামলার নথিতে রক্ষিত রায়ের সর্মমতে অত্র মামলা মঞ্জুর করা হইল। মুল রায়ের সত্যায়িত ফটোকপি অত্র নথিতে রাখা হউক।”

Fraud vitiate everything. প্রতারণা সবকিছুকে নসাৎ করে।

প্রতারণা, জালিয়াতি, ঠগ, বাটপারী এবং আইনের বিধি বিধানকে কলমের খোঁচায় রক্তাক্ত করে, হত্যা করে বেআইনী ভাবে, আইনের বিধি বিধান বহির্ভূত, জালিয়াতিমূলক এবং নীতি নৈতিকতা পরিপন্থী রায়ের নজির বিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে খন্দকার মূসা খালেদ (পরবর্তীতে হাইকোর্টের বিচারপতি) এর নেতৃত্বে তৎকালীন প্রথম কোর্ট অব সেটেলমেন্ট এর চেয়ারম্যান, এবং এর সদস্য মোহাম্মদ তাহামোল্লা এবং ফরিদ উদ্দিন আক্তার এর সমন্বয়ে গঠিত প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা কর্তৃক সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮, ১০৮/৮৯ এবং ১০৯/৮৯ মোকদ্দমা একত্রে নিষ্পত্তি করে প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.১১.১৯৯৫ তারিখের রায়।

উপরিল্লিখিত ৪টি মোকদ্দমায় ৩০.০৭.১৯৯৫ তারিখের আদেশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত আদেশে সেটেলমেন্ট আদালত সুস্পষ্টভাবে এবং

সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন যে, উপরিল্লিখিত ৪টি মোকদ্দমার আবেদনকারীগণ তাদের দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য আদালতে উপস্থাপন করেন নাই এমনকি আদালত কর্তৃক বারবার তলব করা স্বত্বেও একজন আবেদনকারীও তাদের দাবীর সমর্থনে আদালত চাহিত গ্রহনযোগ্য দলিলাদি উপস্থাপন করেন নাই। অর্থাৎ ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ সালে সেটেলমেন্ট আদালতে উপরিল্লিখিত ৪টি মোকদ্দমা দাখিল করা স্বত্ত্বেও আবেদনকারীগণ বিগত ইংরেজী ৩০.০৭.১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬/৭ বৎসর কোন গ্রহনযোগ্য দলিল আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সর্বশেষ আদালত বিগত ইংরেজী ৩০.০৭.১৯৯৫ তারিখের আদেশে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে উপরিল্লিখিত ৪টি মোকদ্দমার আবেদনকারীগণের নিকট হতে নিম্ন বর্নিত দলিল পত্র চাহিয়া নির্দেশনা প্রদান করেনঃ-

> *"(১) সকল মামলার আবেদনকারীগণ তাহাদের দাবীর সমর্থনে কবলা ও খতিয়ান সহ মুল দলিলাদি আগামী ধার্য্য তারিখের মধ্যে দাখিল করিবেন।*
>
> *(২) সি, এস, খতিয়ানে মালিক বাবু লাল মতি হইতে আবেদনকারীগণের দলিলদাতা তারা রাম জশোয়ারা কিভাবে সম্পত্তির মালিক হয়, এ সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য আসা প্রয়োজন।*
>
> *(৩) ঢাকার জেলা রেজিষ্ট্রারকে সমন দিয়া তাহাকে অথবা তাহার একজন প্রতিনিধিকে-*
>
> *(ক) ০৪.১১.৬১ তারিখের ৬২৭৪ নং কবলা দাতা- লাল সাহা বনিক গ্রহিতা আঃ সোবহান,*

(খ) ৩১.১২.৬৫ তারিখের ৯৬৫৫ নং কবলা আঃ সোবাহান দাতা ও সহিত জামাল গং গ্রহিতা, এবং

(গ) ১৫.০২.৭৬ ইং তারিখের দলিল নং ৪৪১৭ ও ৪৪১৮ দাতা তারা রাম জশোয়ারা-এই সকল মুল দলিল রেজিষ্ট্রি হইয়া থাকিলে উহার সমর্থনে রেজিষ্টার সমুহ লইয়া আগামী ধার্য্য তারিখে কোর্টে আসিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

(৪) তারা রাম জশোয়ারা ওরফে সিউরতন রায় ছিউ বরণ জশোয়ারা নামে কোন ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী বা ডোম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১৯৬৮-৭২ সাল বা তার পূর্বে চাকরী করিতেন কিনা - তাহা জানিতে চাহিয়া সুপারেন্টেন্ডকে পত্র দেওয়া হউক।"

দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এবং হতাশাজনক ভাবে আদালতের উপরিল্লিখিত আদেশকে নূন্যতম তোয়াক্কা না করে উপরিল্লিখিত ৪টি মোকদ্দমার আবেদনকারীগনের একজনও আদালতের আদেশ মোতাবেক একটি কাগজও আদালতে দাখিল করেন নাই। উপরিল্লিখিত সকল আবেদনকারীগণ প্রকৃত পক্ষে আদালতের আদেশ অমান্য করে আদালত অবমাননা করেছেন।

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯ এর ২৩.০৩.১৯৯৪ তারিখের আদেশে দরখাস্তকারীগণকে এস. এ. খতিয়ান এবং ১৯৭০ ইংরেজী সন পর্যন্ত বিরোধীয় জমির খাজনার রশিদ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের রশিদ ও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর আদায়ের রশিদ দাখিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলেও আবেদনকারী আদালতের আদেশ অমান্য করে তা দাখিল করেন নাই।

স্বীকৃত মতেই নালিশী তফশিল ভুক্ত জমি রায়ত ছিল বাবু লাল তাঁতি, পিতা- মৃত ভিরিঙ্গী তাঁতী কিন্তু এস. এ. খতিয়ানে একই নালিশী জমি তারারাম জয়শোয়ারা, পিতা- দেউবরন জয়শোয়ারা নামে কি করে হয়?

অপরদিকে, বাদীগণের খরিদা দলিল হতে দেখা যায **C. S.** *রায়ত বাবু লাল তাঁতি ১ স্ত্রী ও ২ ছেলে রেখে মারা যায়। পরে বাবু লালের উভয় পুত্র*

অবিবাহীত অবস্থায় মারা যায়। ফলে তার স্ত্রী এমোনিয়া তাঁতি বাবু লালের ১৬ আনা সম্পত্তির মালিক হন। আবেদনকারীগনের দলিলের এই গল্পটি সমর্থনে কোন প্রকার দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। ফলে এমোনিয়া তাঁতি যে উক্ত সম্পত্তির মালিক হয়েছিল এর কোন প্রমাণ দিতে উপরিল্লিখিত সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা সমূহের সকল আবেদনকারীগণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন।

এই মোকদ্দমার বিগত ইংরেজী ০৪.০৫.১৯৮৯ তারিখের আদেশে বলা হয়েছে যে,

> *"বিরোধীয় সম্পত্তির ১৯৭৪-১৯৭০ সন পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য অদ্যাবধি জেলা রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।*
>
> *ঢাকার ২য় সাব-জজ আদালত হইতে তলবকৃত দেওয়ানী ০৫/১৯৭২ মামলার নথি পাওয়া যায় নাই।"*
>
> *এস. এ. খতিয়ানের ওয়ার্কি ভলিয়ম হইতে নকল বা ভলিয়ম পাওয়া যায় নাই।"*

অত্র মোকদ্দমার ১১.১২.১৯৯৪ তারিখের আদেশে আদালত স্পস্ট ভাবে বলেছেন যে,

> *"বাদী তাহার দাবী সম্পর্কে দলিলাদি ও কাগজ পত্রের ফিরস্তি দাখিল করে নাই। ইহা ছাড়া **H. B. F. C** অফিসে রক্ষিত দলিলাদী অন্য যেসকল দলিলাদী ও কাগজ পত্র বাদীর নিকট আছে উহার মূল ও ফটোকপি দাখিল করে নাই।"*

উপরিল্লিখিত সকল সেটেলমেন্ট মোকদ্দমাসমূহের আবেদনকারীগণের ধারা ৭ এর দরখাস্তসমূহ পর্যালোচনায় এটা কাঁচের

মত স্পষ্ট যে, দরখাস্তকারীগণের কেহই আইনে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তথা তামাদি সময়ের মধ্যে অধ্যাদেশ ৫৪/৮৫ এর ধারা ৭ এর দরখাস্তসমূহ দাখিল করেন নাই। উপরিল্লিখিত সকল সেটেলমেন্ট মোকদ্দমাসমূহ পত্র পাঠ তথা সরাসরি খারিজ করা প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, ঢাকা এর আইনগত দায়িত্ব ছিল।

অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫ মোতাবেক সেটেলম্যান্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৮ এর আবেদনকারীগণের কেহই তাদের স্বাক্ষরের পরে তারিখ প্রদান করেন নাই অর্থাৎ তারা কবে এই আবেদন প্রত্র সমূহ স্বাক্ষর করে সম্পাদন করেছেন তা অনুপস্থিত যদিও টাইপকৃত ভাবে একটি তারিখ প্রদত্ত হয়েছে।

অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫ মোতাবেক সেটেলম্যান্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৮ এর আবেদনকারীগণ ধারা- ৮ এর বিধি বিধান অনুযায়ী ধারা- ৭ এর দরখাস্তটি দাখিল করেন নাই।

অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫ মোতাবেক সেটেলম্যান্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৮ এর আবেদনকারীগণের তারিখ বিহীন আবেদনসমূহ বেআইনীভাবে সেটেলম্যান্ট আদালত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সকল সেটেলমেন্ট মোকদ্দমাসমূহের আবেদনকারীগণকে তামাদি সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর মামলা দাখিলের সুযোগ প্রদান করেন এবং অবৈধ ভাবে সেই তামাদি আবেদনসমূহ গ্রহণ করে নিবন্ধন করেন।

অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫ মোতাবেক সেটেলম্যান্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৮ এর আবেদনকারীগণের আবেদনসমূহ কবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করলেন সে সম্পর্কে কোন মতামত এবং তারিখ প্রদান করেন নাই। ফলে এটি স্পস্ট প্রতীয়মান যে, এই আবেদনপত্রসমূহ আইনে নির্ধারিত তামাদির সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তথা ১৮০ দিন পর দাখিল করা হয়েছে। অপর

কথায় উপরিল্লিখিত সেটেলম্যান্ট মোকদ্দমাসমূহের একটিও আইনে নির্ধারিত তামাদি সময় সীমার ভিতর দাখিল করা হয় নাই। আইনে নির্ধারিত তামাদির সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় উপরিল্লিখিত সেটেলম্যান্ট মোকদ্দমাসমূহ সরাসরি ছুড়ে ফেলে দেওয়া তথা গ্রহণ না করা তথা খারিজ করা ছিল সেটেলম্যান্ট আদালতের দায়িত্ব যা সেটেলম্যান্ট আদালত পালন না করে নিজেই সরাসরি আইন ভঙ্গ করেছেন এবং একটি বেআইনী দরখাস্ত ততধিক বেআইনী ভাবে নীতিনৈতিকতা বহির্ভূত ভাবে গ্রহণ করেছেন।

সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯ এর বিগত ইংরেজী ২১.১১.১৯৯৬ তারিখের আদেশ মোতাবেক সংশিষ্ট প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা আবেদনকারীগণের সকল মূল কাগজ পত্র দেখিয়া আবেদনকারীদের ফেরত দিয়াছেন বিধায় বাস্তবতা এই যে, আবেদনকারীগণের মূল কাগজ পত্র উচ্চ আদালতসহ আর কারো দেখার কোন সুযোগ নেই। এমনকি সংশ্লিষ্ট সেটেলমেন্ট আদালতের বিচারকত্রয় বিবাদী সরকার পক্ষকেও বাদী পক্ষের মূল কাগজ পত্র দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অর্থাৎ এই আবেদনকারীগণের মূল কাগজ পত্র আর কেহ দেখার কোন সুযোগ নেই। এমনতর নজিরবিহীন আদেশ আমাদের বিচার বিভাগ অতীতে কখনো দেখে নাই।”

এমনতর জালিয়াতিমূলক, প্রতারণামূলক আদেশ নজির বিহীন। যে কাগজ পত্রের কোন অস্থিত্ব নেই, সে কাজগপত্র আদালতে আবেদনকারীগণ দাখিল করেছেন মর্মে আদেশে বলা আইন এবং ন্যায়নীতি বহির্ভূত। সর্বপরি জনগন তথা রাষ্ট্রের সাথে প্রতারণার সামিল।

যে কাগজ পত্র আদালতে দাখিলই হয়নি সেই কাগজ পত্র মিলাইয়া সত্যায়িত করা ততোধিক প্রতারণা এবং জালিয়াতি কর্ম। কি করে সংশ্লিষ্ট প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা এমন জালিয়াতিমূলক আদেশ প্রদান করলেন? আরো রহস্যজনক হলো যেই দলিল পত্রের উপর ভিত্তি করে আবেদনকারীগণের

আবেদন মঞ্জুর করেছেন সে দলিল পত্র আদালতের নথিতে না রেখে ফেরত দিয়েছেন মর্মে বক্তব্য প্রতারণা এবং জালিয়াতিমূলক।

প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা এর সংশ্লিষ্ট বিচারকত্রয় মূল কাগজ পত্র নথিতে সংরক্ষণ না করে এমনতর মিথ্যা, প্রতারণামূলক এবং জালিয়াতিমূলক আদেশ লিখলেন?

খন্দকার মুসা খালেদ, মোঃ তাহা মোল্লা এবং ফরিদ উদ্দিন আক্তার এর সমন্বয়ে গঠিত বিজ্ঞ প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা বিগত ইংরেজী ২৭.১১.৯৫ তারিখে একক রায়ে সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮ এবং ৯৫৭/৮৮ একত্রে নিষ্পত্তি করে সকল মোকদ্দমা মঞ্জুর করে রায় প্রদান করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উক্ত রায় অবিকল নিম্নে অনুলিখন হলোঃ

> ***"The only point for consideration is, whether the properties in question were legally included in the 'Ka' list of the abandoned buildings or not.***
>
> ***All the petitioners appear to have claimed their ownership and possession in***

their respective case holdings on the basis of purchase from S.A. recorded tenant Tara Ram Joysoara. In support of this contention they have submitted S.A. Khatian No.198 corresponding to C.S. Khatain No. 82. Though there is no available fact in the Government file of the question of title and ownership of Tara Ram Joysoara during investigation and trial of this Court, it had come to our knowledge that one Sobhan purchased the property from hindu owners in the year 1963. During our investigation in this respect the Registration Office was asked to bring the original Volume preserved in the Office against the alleged

deed but no such record could be sent from the Registration office, Dhaka. However, on the alleged date of hearing, the ld. Advocate appearing on behalf of the Government submitted a certified copy of a sale deed dated 31.12.65 which stands to show that one Sobhan transferred 40 decimals of land from the previous case holding to his 6 sons. It is also alleged that Abdus Sobhan a non-Bengali acquird interest in the property on the basis of a registered Kabala dated 4.11.61 but the said Kabala is not available before us. None of the heirs of Abdus Sobhan appeared in the Court to contest in the matter. In view

of the submission of the said certified copy of the sale deed the ld. Advocate appearing on behalf of the petitioners have submitted that one Abdus Sobhan had litigation with the petitioners predecessor. Tara Ram Muchi and he tried to get his name recorded by filing a record correction case. Subsequently, the vendor of the petitioners Tara Ram Much alias Tara Ram Joysoara preferred Misc. Appeal No. 212/70 before the ld. Sub-Judge, Dhaka and his appeal was allowed on contest by a contested judgment dated 30.12.70. The certified copy of the said judgment has also been filed. It is, however, contended by the petitioners

that Abdus Sobhan on being defeated, instituted T.S. No. 30/71 against Tara Ram Muchi for declaration of his title in the case properties. The said suit was also dismissed on 6.7.73. The certified copy of the plaint and relevant order-sheet are also available with the documents filed by the petitioners. On perusal of those document it appears that the dispute in respect of the case property in between Tara Ram Joysoara and Abdus Sobhan ended and the Government admitted tenancy right of Tara Ram Joysoara in the case holdings and accordingly his name was recorded in the S.A. Khatian. No, Khatian is available

before us to show tenancy right of Abdus Sobhan or his sons. This Court is not supposed to enter into intricate questions of title. However, it is clean from the available papers on record that Tara Ram Joysoara asserted his claim of ownership in the Court of law by filing Misc. Appeal No. 212/70 and got verdict of the Court in his favour. He was a recorded tenant in respect of the case property in the year 1972. Therefore, we find that he was owner of the property having saleable interest.

The next question arises as to whether the vendor of the petitioners Tara Ram Joysoara was in the occupation of the

case properties just after the commencement of the P.O. 16/72. It appears from the submitted registered Kabalas that Tara Ram Joysoara executed the deeds by putting his signature an unascertainable language, which might be his mother tongue. It appears from the certified copy of the plaint of T.S. No. 30/71 that the said Tara Ram Joysoara was a Ward Boy of Dhaka Medical College in the year 1971. The petitioners have submitted his Pension Book to show that he was a service holder and his pension was withdrawn even after the independence of Bangladesh. During the

course of enquiry we asked Dhaka Medical College to furnish information as to whether Tara Ram Joysoara alias Siu Ratan Ram served as Ward servant in the Dhaka Mediacal College. In reply to the said query 2 letters are available before us. It appears from the letter dated 12.11.95 issued by the District Accounts Officer, Dhaka addressing to the Director, Medical College Hospital that Siu Ratan Ram was Ward servant and he was granted pension on 31.3.88. The Government side could not raise any question on the point of his residing in this country after the war of liberation. There is no

question about the fact that the petitioners and some of their predecessors got physical possession in the property from the recorded tenant Tara Ram Joysoara. In such view of the matter, we are constrained to hold that Tara Ram Joysoara did not abandon his property in the year 1972 and that he was physically present in the country having possession in the case property. Since he was Government service holder even after the liberation of Banlgadesh, his nationality does not also stand suspicious and questionable.

According to the provisions of P.O. 16/72, if

any owner of the property was not present in Bangladesh on the date of scommencement of the P.O. and his whereabout was not known or he ceased to occupy, supervise, or manage the property in person, such property shall vest in the Government as abandoned property. But in the present case Tara Ram Joysoara is bound to be owner and possessor of the case property on the date of commencement of the P.O. and afterwards. He handed over physical possession of the property to the petitioners and one of the peter's vendor their predecessors by executing registered sale deeds in the

year 1972 and 1973. Therefore the case properties can not legally be treated as abandoned property under P.O. 16/72. Admittedly, the applicants are in physical possession of the case property and the Government never took control of the same. In such a situation the case properties cannot be enlisted in the 'Ka' list of the Abandoned Buildings according to section 5(1)(a) of the Ordinance No. 54 of 1985, in order to include a property in the 'Ka' list, possession of the property is required to be taken by the Government as abandoned prior to the enlistment. In order to get any

property enlisted in the 'Kha' list according to Section 5(1)(b) of the Ordinance 54 of 1985, notice upon the occupier is a condition precedent. But no such notice for surrendering possession as required under the said provisions has ever been issued by the Government. The ld. Advocate appearing on behalf of the Government has also admitted the fact. After careful examination of the file, it appears that the Government has neither any survey report on the case properties nor there is any basis on record to include the property in the abandoned property list in the year 1986.

Having due regard to the aforesaid observations and findings with reference to the documents on record we are led to hold that neither the case properties fall within the category of abandoned proeperty as defined under Article 2 of P.O. 16/72 nor the enlistment of the same were done legally. Therefore, all the case holdings involved in the 4 cases should be excluded from the 'Ka' list of the Abandoned Buildings as prayed for by the applicants.

In the result, all the 4 applications registered as Case Nos.10889, 956/88 and 957/88 are allowed. Consequently, the case properties involved in those case shall have to be

excluded from the 'Ka' list of the Abandoned Buildings.

Let copy of this judgment be sent to the Secretary, Ministry of Housing and Public Works and also to the Abandoned Properties Management Board."

উপরিল্লিখিত রায় সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মতো স্পষ্ট যে, খন্দকার মূসা খালেদ এর নেতৃত্বে প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা তারা মিয়া মতি ওরফে তারা রাম জয়শোয়ারা কর্তৃক অত্র নালিশী সম্পত্তি সমূহে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩০/১৯৭১ এর ভিত্তিতে মালিকানার প্রমাণ পান এবং দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩০/১৯৭১ এর কাহিনী বর্ণনা করে দীর্ঘ রায়ের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে উক্ত রায় থেকে কি কি বুঝেছেন, কি কি দেখেছেন তার বিশাল বর্ণনা দিয়ে তারা মিয়া মতি ওরফে তারা রাম জয়শোয়ারার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত খন্দকার মূসা খালেদ এর নেতৃত্বে প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা রায়ে যদিও মিস আপীল নং- ২১২/৭০ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩০/৭১ এর সই মহুরী আবেদনকারীগণ দাখিল করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তন্নতন্ন করেও উপরিল্লিখিত মোকদ্দমাদ্বয়ের সই মহুরী নকলতো দুরের কথা ফটোকপিও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩০/১৯৭১ কল্পনায় সৃষ্টি করে, কল্পনায় পড়ে, কল্পনায় বুঝে একটি কল্পলোকের গল্প উপস্থাপন করে কল্পিত রায় প্রদান করেছেন যা জাল জালিয়াতি ও প্রতারণামূলক।

প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা রায়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩০৭১ এর উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩০৭১ এর রায় মোতাবেক তারারাম জয়সুরিয়া যে নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত মালিক তার সন্ধান ও পরিচয় পান। কিন্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩০৭১ এর সত্যায়িত নকল এমনকি ফটোকপি নথিতে অনুপস্থিত।

প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত তারারাম জয়সুরিয়া পরিচয় সম্পর্কে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৩০৭১ থেকে যে ভাবে প্রাপ্ত হলেন তা কল্পনাকেও হার মানায়। অত্যন্ত দুঃখ্যজনকভাবে আমরা এটি অবলোকন করলাম, প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত এ রকম গুরুত্বপূর্ণ জনগনের সম্পত্তি সংশ্লিষ্টতায় প্রচন্ড রকম দায়িত্ব হীনতার পরিচয় প্রদান করেন। তারারাম জয়সুরিয়ার পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে ২৮.০২.১৯৭২ তারিখে দখলে থাকলে অবশ্যই বিদ্যুৎ বিল, পনির বিল এবং পৌরকর থাকত। কারন সম্পত্তিটি ঢাকার

কেন্দ্র বিন্দু কাকরাইলে। এমন মূল্যবান জায়গায় তারারাম জয়শোয়ারার কোন প্রকার দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা তার দখল অবস্থান কিছুই আদালতে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন নাই। তারারাম জয়শোয়ারার ভোটার তালিকায়ও নাম নাই। যদি এদেশে মৃত্যুবরন করে থাকতেন তাহলে তিনি কবে, কোন তারিখে, কিভাবে, কোন ঠিকানায় এবং কি অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বর্ননা থাকতো। আসলে তারারাম জয়শোয়ারা সম্পর্কে মিথ্যা কল্পকাহিনীর উপর দরখাস্তকারীর সাজানো গল্পকে রায়ে কোন প্রকার দলিল নথিপত্র বিচার বিশ্লেষণ বিহীন অনর্ভুক্ত করে তাকে বাংলাদেশের নাগরিক সাজিয়ে যে রায় আদালত প্রদান করেছেন তা নজিরবিহীন এবং অবশ্যই বাতিলযোগ্য।

সেটেলমেন্ট মোকদ্দম নং- ১০৮/৮৯ এর ১১ নং আদেশ তথা বিগত ইংরেজী ১৮.০১.১৯৯৪ তারিখের আদেশ দৃষ্টে দেখা যায় একই সম্পত্তি সংক্রান্তে সেটেলমেন্ট মোকদ্দম নং- ৯৫৮/৮৮ উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইরেজী ২৭.১১.৯৫ তারিখের রায় ও আদেশ অত্র মোকদ্দমাটি রহস্যজনক ভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

*অত্র সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/৮৯ এর ১১ নং আদেশ তথা বিগত ইংরেজী ১৮.০১.১৯৯৪ এর আদেশ মোতাবেক ঢাকার তৃতীয় সাব-জজ আদালতের **T. S. 05/1972** (তৃতীয় মুন্সেফ আদালতের মামলা নং- ১৫০/১৯৬১) তলব করা হলেও উপরিল্লিখিত মামলা বিষয়ে কোন তথ্য উপাত্ত আবেদনকারীগণ আদালেত দাখিল করেন নাই। উপরিল্লিখিত সকল সেটেলমেন্ট মোকদ্দমার আদেশসমূহ তন্নতন্ন করে দেখা হলেও ঐ উপরিল্লিখিত দেওয়ানী মামলা দাখিলের কোন তথ্য নথিতে নেই। এমনকি আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ নথি পর্যালোচনায় উপরিল্লিখিত মামলার কোন আরজি, জবাব এবং রায়ের সই মহুরী নকল এমনি কোন ফটোকপিও পাওয়া যায়নি।*

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই এমনিয়া তাঁতি মালিক ও দখলকার ছিলেন, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন আসে তার ওয়ারিশ কে ছিলেন?

আবেদনকারীগণের স্বীকৃত মতেই এমনিয়া তাঁতির কোন সন্তানাদি এবং ওয়ারিশ ছিলনা।

আবেদনকারীগণ আবেদনে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক তারারাম জয়শোয়ারা @ সিও রতন রাম @ তারারামা মতিকে পুত্র হিসেবে দত্তক গ্রহণ করে।

সমগ্র নথি পত্র বিশ্লেষনে এমনিয়া তাতি যে তারারাম জয়সোয়ারা @ সিও রতন রাম @ তারারামা মুচিকে পুত্র হিসেবে দত্তক গ্রহণ করেছেন এর কোন

দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষী আবেদনকারীগণ আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাহলে প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, ঢাকা কিভাবে তারারাম জয়শোয়ারাকে এমিনিয়া তাতির দত্তক পুত্র হিসেবে প্রমাণ পেলেন?

অর্থাৎ প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, ঢাকা কোন প্রকার দালিলিক এবং মৌখিক সাক্ষী ব্যতিরেকে শুধুমাত্র আবেদনকারীগণের আবেদনের বর্ণনার ভিত্তিতে তারারাম জয়শোয়ারাকে @ সিও রতন রাম @ তারারামা মুচিকে এমিনিয়া তাতির ওয়ারিশ এবং উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন।

মূসা খালেদ এর নেতৃত্বে তৎকালীন প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, ঢাকা নজির বিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং জালিয়াত চক্রকে বিনা দালিলিক এবং সাক্ষ্য ব্যতিরেকে হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় এবং জনগনের সম্পত্তি জালিয়াত চক্রের হাতে তুলে দেন।

এই উপরিল্লিখিত কার্যের মাধ্যমে তৎকালীন প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, ঢাকা বিচার বিভাগের মর্যাদাহানী করেন।

কারণ জালিয়াত চক্র যখন দেখে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি দালিলিক এবং মৌখিক সাক্ষ্য প্রমান ব্যতিরেকে পাওয়া যায় তখন জনগনের নিকট যে বার্তা যায় তা হলো বিচার বিভাগ জালিয়াত, ঠক, বাটপার এবং অর্থ-বিত্তশালীদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য নয়।

তারারাম জয়শোয়ারা @ সিও রতন রাম @ তারারামা মুচিকে তর্কের খাতিরে নালিশী সম্পত্তি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী মালিক ধরে নিলেও তিনি যে ২৭.০২.১৯৭২ তারিখের পরবর্তীতে বাংলাদেশে ছিলেন, বাংলাদেশে তার সুনির্দিষ্ট অবস্থান, ব্যক্তিগতভাবে তার সম্পত্তি দেখভাল করতে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিলিটারী অপারেশনে যুক্ত হন নাই এতদ্ সম্পর্কে সামান্যতম দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষী আদালতে উপস্থাপন করতে পারেন নাই।

তাহলে কিসের ভিত্তিতে প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, ঢাকা তারারাম জয়শোয়ারা @ সিও রতন রাম @ তারারামা মতি ২৮.০২.১৯৭২ তারিখের এবং তার পরবর্তীতে বাংলাদেশে ছিলেন মর্মে প্রমাণ পেলেন? কিসের ভিত্তিতে তিনি প্রমাণ পেলেন তারারাম জয়শোয়ারার বাংলাদেশের অবস্থান? কিসের ভিত্তিতে আদালত প্রমাণ পেলেন তারারাম জয়শোয়ারা তার নালিশী সম্পত্তি দেখভাল করতেন? কিসের ভিত্তিতে মূসা খালেদের নেতৃত্বে প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত বললেন তারারাম জয়শোয়ারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই এবং কিসের ভিত্তিতে আদালত প্রমাণ পেলেন তারারাম মিলিটারী অপারেশনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুক্ত হন নাই?

হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রের সম্পত্তি, হাজার কোটি টাকার জনগনের সম্পত্তি, হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার দেশের সম্পত্তি প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, ঢাকা নূন্যতম দালিলিক এবং মৌখিক সাক্ষ্য প্রমান্য ব্যতিরেকে জালিয়াত, ঠক, বাটপার এবং পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসরদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

পরিত্যাক্ত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত সকল সম্পত্তি পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর সহযোগী এবং পাকিস্থান রাষ্ট্র সমর্থনকারী ব্যক্তিগনের।

পরিত্যাক্ত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মালিকগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

পরিত্যাক্ত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মালিকগণ পাকিস্থান সেনাবাহীনির পক্ষে কাজ করেছেন।

পরিত্যাক্ত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মালিকগণ বাংলাদেশর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মিলিটারী অপারেশনে যুক্ত হন।

পরিত্যাক্ত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত সম্পত্তির মালিকগণ পাকিস্থানকে ভালবেসে পাকিস্থানে গমন করেন এবং পাকিস্থানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মালিকগণ যেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন সেহেতু তারা এবং তাদের বংশধররা বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মালিকগণ বাংলাদেশের ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ শহীদের হত্যাকারী এবং সহযোগী।

পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মালিকগণ বাংলাদেশের ০২ (দুই) লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম লুটকারী এবং ধর্ষণকারী।

সুতরাং কেহ যদি পরিত্যাক্ত সম্পত্তি "পরিত্যাক্ত সম্পত্তির তালিকা" থেকে প্রত্যাহারের জন্য সেটেলম্যান্ট আদালতে আসে তাহলে আদালত প্রথমেই তার কাছ থেকে আইন মোতাবেক যেটি প্রমান হিসেবে চাইবেন তা হলো সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী বাংলাদেশের ০২ (দুই) লক্ষ মা-বোনের ধর্ষনকারী কিংবা তাদের সহযোগী নন, বাংলাদেশের ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ শহীদের হত্যাকারী কিংবা তাদের সহযোগী নন, কোন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার পঙ্গুত্বের জন্য

তিনি দায়ী নন এবং সর্বোপরী তিনি পাকিস্থানের হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোষর ছিলেন না।

পরিত্যাক্ত সম্পত্তি আইন অধ্যাদেশ ৫৪/১৯৮৫ এর মূল কথাই হলো সকল তালিকাভুক্ত পরিত্যাক্ত সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি। সুতরাং কেহ যদি পরিত্যাক্ত সম্পত্তি তালিকা হতে কোন সম্পত্তি প্রত্যাহার চান তাহলে তাকে উক্ত সম্পত্তিতে ২৮.০২.১৯৭২ মালিক ছিলেন প্রমাণ করতে হবে এবং তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন নাই বা পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে যুদ্ধ করেন নাই তৎমর্মে আকাট্ট প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে কারণ এই পরিত্যাক্ত সম্পত্তি আইন তথা রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৬/১৯৭২ এর মূল উদ্দেশ্যই হলো যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছেন, যারা পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর সাথে সহযোগীতা করে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল, যারা বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ শহীদের হত্যাকারী অথবা তার সহযোগী, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর জন্য দায়ী তাদেরকে বাংলাদেশের শত্রু ঘোষণা করে তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এই আইন বলে। সুতরাং যে কেউ একজন এসে মালিকানা দাবী করলেই তাকে উপরিল্লিখিত সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধ্যমে তাকে প্রমাণ করতে হবে সে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান করেন নাই, এটাই প্রমাণ করতে হবে।

ধরা যাক, একজন ব্যক্তি রাওয়াল পিন্ডি থেকে কিংবা লাহোর থেকে কিংবা করাচি থেকে এসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে বর্তমান বাংলাদেশে

সম্পত্তি অর্জন করেছেন। এই ধরনের ব্যক্তিগণ যদি ২৮.০২.১৯৭২ পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনার পক্ষে অবস্থান করে যদি বাংলাদেশে থেকে যান তাহলে তাদের সম্পত্তি পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হবেনা আইন মোতাবেক। তবে তারা যদি তাদের বাংলাদেশের সম্পদ ফেলে পশ্চিম পাকিস্থানে চলে যান কিংবা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীত করেন কিংবা পাকিস্থান হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন তাহলে তিনি এবং তারা এই আইন মোতাবেক তথা রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৬/১৯৭২ মোতাবেক ২৮.০২.১৯৭২ তারিখে থেকে তাদের মালিকানা হারাবেন এবং সম্পত্তিটি পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।

এমনকি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের যে কোন অঞ্চলের কোন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীত করে এবং পাকিস্থান হানাদার বাহিনীর দোসরদের সাথে সহযোগীতা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান করে বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের জন্য দায়ী হন তাহলে তার সম্পত্তিও পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বলে গণ্য হবে এবং তিনিও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান বর্তমান বাংলাদেশে স্থায়ী ভাবে বসত করলেও উপরোক্ত কার্যক্রমের কারনে তিনি তার সম্পত্তি হারাবেন এবং বাংলাদেশের শত্রু বলে চিহ্নিত হবেন। যেমনি মাহমুদ আলী সুনামগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের সংসদ সদস্য ছিলেন যিনি পূর্ব পাকিস্থানের নাগরিক হয়েও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তথা বাংলাদেশর স্বাধীনতার বিরোধিতা করে পাকিস্থানে চলে যান।

রীট পিটিশন নং-১০৭১৩/২০০৬-এ মাহমুদ আলী-বনাম বাংলাদেশ সরকার মামলায় অত্র বিভাগ মতামত প্রদান করন যে,

''জনাব মাহমুদ আলী ১লা সেপ্টেম্বর ১৯১৯ সালে তৎকালীন সিলেটের বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার আলীমাবাগ স্থানে এক সম্ভ্রান্ত আইনজীবি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৌলভী মুজাহিদ আলী ছিলেন লেখক, কবি এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক। তার চাচা মৌলভী মুনওয়ার আলী ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আসাম সরকারে মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্ব বাংলা আইন সভার সদস্য ছিলেন।

মাহমুদ আলী ১৯৩৭ সালে সুনামগঞ্জ জুবলী হাই স্কুল থেকে মেট্রিকুলেট করে সিলেট এম সি কলেজে পড়াশুনা করেন। অতঃপর সেন্ট এডমান্ড কলেজ শিলং থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ১৯৪২ সালে পাস করেন। অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে পড়াশুনা শুরু করলেও freedom movement এর কারণে পড়া সমাপ্ত করতে পারেননি।

*মাহমুদ আলী **আসাম প্রভিনশিয়াল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের** প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪১ সালে আসাম মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে আসাম মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। তিনি তৎকালীন বেঙ্গল (Bengal) এবং আসাম (Assam) এর ভূমিহীনদের আসামের সরকারী আদেশ অমান্য করে পতিত জমি দখল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি সিলেট রেফারেন্ডাম (Sylhet Referendum) আন্দোলনে মাওলানা ভাসানী এর সাথে আন্দোলন করে সিলেটকে পূর্ব বাংলার সাথে সংযুক্ত করতে সক্ষম হন। জনাব মাহমুদ আলী বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবী উপস্থাপন করেছিলেন। মাহমুদ আলী ১৯৫২ সালে মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে ১৯ জানুয়ারী ১৯৫৩ সালে গণতান্ত্রী দল গঠন করেন। ১৯৫৪-১৯৫৫ তিনি পূর্ব বাংলা আইন সভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৫৫-১৯৫৬ পাকিস্তানে দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। অতঃপর ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। মাহমুদ আলী বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী হয়েও এক পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা করে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান এবং পাকিস্তানী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।*

মাহমুদ আলী তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দর্শনের কারণে বাঙ্গালী হয়েও পাকিস্তানে চলে যান এবং পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তথায় বসবাস করতে থাকেন। বাঙ্গালী হয়েও তার পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণের কারণে জুলফিকার আলী ভুট্রো তাকে রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগ প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে তাকে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে জেনারেল জিয়াউল হক তাকে পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। যদিও তিনি কোন কেবিনেটের অংশ ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী (successive) সকল সরকার

তাকে মন্ত্রী পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখেন। বিগত ইংরেজী ১৭.১১.২০০৬ তারিখে পাকিস্তানের লাহোরে ৮৭ বৎসর বয়সে মারা যান।" (সূত্র: Wikipedia.org)

মানুষের আশা-আকাংখার সর্বশেষ জায়গা হলো তথা শেষ আশ্রয়স্থল হলো বিচার বিভাগ। যখন এই শেষ আশ্রয়স্থলের বিচারকগণ দূর্নীতির মাধ্যমে রায় বিক্রি করেন তখন সাধারণ মানুষের আর যাওয়ার জায়গা থাকেনা। তারা হতাশ হন, ক্রুদ্ধ হন, বিক্ষুপ্ত হন এবং বিকল্প খুঁজতে থাকেন। তখনি জনগন মাস্তান, সন্ত্রাসী এবং বিভিন্ন মাফিয়া নেতাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাদের বিচার সেখানে চান।

আমরা বিচার বিভাগ যদি ব্যর্থ হই জনগনের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে তাহলে জনগন বিকল্প উপায় খঁজতে বাধ্য হবে যেটি কল্পনাও করা যায়না। সুতরাং এখন সময় এসেছে আমাদের বিচার বিভাগকে তথা জনগনের শেষ আশ্রয়স্থলকে আমুল সংস্কার করে, দূর্নীতির মূল উৎপাটন করে সত্যের নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার।

আইনের শাসন এবং বিচার বিভাগীয় দূর্নীতি পাশাপাশি চলতে পারেনা। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা যদি দূর্নীতিগ্রস্থ হন তাহলে আইনের শাসন বই পুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকেবে এটি বাস্তব রূপ লাভ কখনই করবে না ।

আমাদের সমাজে, বুদ্ধিজীবী মহলে, পত্র পত্রিকায় এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য খবর প্রতিবেদন লেখা ছাপা হয়েছে কিন্তু দূর্নীতিবাজ বিচারকদের (নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত) কিভাবে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়

সেব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট কোন প্রতিবেদন, লেখা এবং গবেষণা আমাদের দেশে দেখা যায় নাই।

পঁচা আপেল ভালো আপেলগুলো থেকে সরিয়ে ফেলো। কারণ একটি বাক্সে বা ঝুড়িতে একটি পচা আপেল অন্যান্য আপেলগুলোকে নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। সেহেতু বিচার বিভাগের সকল বিচারকদেরকে যদি দূর্নীতিমুক্ত রাখতে হয় তাহলে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তাহলো সকল দূর্ণীতিবাজ বিচারকদের অনতিবলম্বে এবং দ্রুততার সাথে উপড়ে ফেলে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে তা না হলে এসব নষ্ট বিচারক, পচা বিচারক এবং দুর্নীতিবাজ বিচারক ভাল বিচারকদেরকে আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেলবে।

দূর্নীতিমুক্ত বিচার বিভাগ আইনের শাসনের অন্যতম মূল শর্ত। দূর্নীতিমুক্ত বিচার বিভাগ ছাড়া আইনের শাসন কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং দূর্নীতিমুক্ত বিচার বিভাগ গড়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অনতিবিলম্বে বসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণ না করলে ভাল আপেলগুলো তথা ভাল বিচারকরাও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সমূহ শঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৬/১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২(১) মোতাবেক উপরিল্লিখিত প্রত্যেক সেটেলমেন্ট মোকদ্দমার আবেদনকারীগণ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন যে তাদের পূর্বসুরী ২৮.০২.১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশে ছিলেন।

উপরিল্লিখিত সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা সমূহের প্রতেক আবেদনকারীগণ তাদের পূর্বসুরী জয়শোয়ারা দালিলিক এবং মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা নালিশী সম্পত্তিতে বাস্তব দখল তথা খাজনার রশিদ, ভোটার তালিকা তথা বিগত ইংরেজী ৩০.০১.১৯৭৩ তারিখে প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা, স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে তারারাম জয়শোয়ারার কার্যকলাপ এবং তার অবস্থান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত জাতীয় সনদ পত্র এবং ২৮.০২.১৯৭২

তারিখে রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৬/১৯৭২ মোতাবেক তারারাম জয়শোয়ারার সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ঠিকানা এবং অবস্থান যা উপস্থাপন করতে ব্যার্থ হয়েছে।

উপরিল্লিখিত সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা সমূহের নালিশী সম্পত্তি সমূহ যে, পরিত্যাক্ত সম্পত্তি নয় এটি প্রমাণের দায়িত্ব আবেদনকারীগণের।

আবেদনকারীগনকে নিজেদেরকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তাদের পূর্বসুরী তারারাম জয়শোয়ারা নালিশী সম্পত্তির প্রকৃতই মালিক ছিলেন এবং বিগত ইংরেজী ২৮.০২.১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশে অবস্থান করেছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন নাই, কিংবা মিলিটারী অপারেশনে যুক্ত হন নাই যা তারা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপরিল্লিখিত সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা সমূহের আবেদনকারীগণের প্রত্যেকেই তাদের আবেদনপত্র সমূহে বলেছেন যে, **C.S.** এবং **S.A.** মালিক তারারাম জয়শোয়ারা। কিন্তু পরবর্তীতে তারা নতুন কাহিনী নিয়ে বলেন যে,

> *''সি,এস জরিপের কাকরাইল মৌজাস্থ ৪২ ও ৮২ নং খতিয়ানের জিলা ঢাকা থানা কেরানীগঞ্জ তৎপর তেজগাঁও হালে রমনা অধীন কাকরাইল মৌজার মৃত বিরিঞ্চি তাতীর পুত্র বাবুলাল তাতী মালিক দখল থাকাবস্থায় এক স্ত্রী ও দুই পুত্রকে তার ত্যাজ্য ১৬ আনা সম্পত্তির ভোগি ওয়ারিশ রেখে পরলোক গমন করলে তার দুই পুত্র অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন করে। উক্ত বাবুলাল তাতির ১৬ আনা সম্পত্তিতে তৎপ্রেক্ষিতে **একমাত্র স্ত্রী এমিনিয়া তাতী একক মালিক ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় তারারাম জয় সোয়ারা ওরফে সিও রতন রাম ওরফে তারারাম মুচিকে উক্ত এমনিয়া তাতী তাহার পোষ্য পুত্র হিসেবে দত্তক গ্রহণ করে এবং নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসে। অতঃপর উক্ত তারারাম জয় সোয়ারা ওরফে সিও রতন রাম ওরফে তারারাম মুচি পুত্রবৎ তাহার সহায় সম্পত্তি দেখাশুনা খোরপোষ ও যত্নাদি করিতে থাকাবস্থায় বিগত ইংরেজী ১৯৫৩/১৯৫৪ সনে তারারাম জয় সোয়ারা ওরফে সিও রতন রাম ওরফে তারারাম মুচির মাতা এমনিয়া তাতী তার স্বত্ব দখলীয় নিম্ন তফসিল বর্ণিত নিজ বসত বাটিতে পরলোক গমন করেন। উক্ত***

এমনিয়া তাতী মৃত্যুবরণ করায় তার ত্যাজ্য বিত্তে উক্ত তারারাম জয় সোয়ারা ওরফে সিও রতন রাম ওরফে তারারাম মুচি তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে অন্যে নিরাপত্তে ও নির্বিবাদে বিরুদ্ধে দখলজনিত স্বত্ত্বে এককভাবে ভোগদখল থাকাবস্থায় সেটেলম্যান্ট জরিপকালে তার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করায় এবং সরকারের ধার্য্যকৃত খাজনাদি মিউনিসিপাল ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় করতঃ একক ভোগদখল করে আসছিল।''

উপরিল্লিখিত সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা সমূহের আবেদনকারীগণের কেহই তাদের আবেদন পত্রে বলেন নাই যে, এমিনিয়া তাঁতি (বাবু লাল মতির বিধবা স্ত্রী) কবে কত তারিখে তারারাম জয়শোয়ারাকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং দত্তক হিসেবে গ্রহণ করতে হিন্দু আইনের কি কি বিধি বিধান পালন করেছেন তৎসম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা বা বর্ণনা নেই। অর্থাৎ আবেদনকারীগণ সকলেই উপরিল্লিখিত সেটেলমেন্ট মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট নালিশী সম্পত্তি অবৈধ ভাবে গ্রাস করার জন্য উপরিল্লিখিত তারারাম জয়শোয়ারাকে জালিয়াতিমূলক ভাবে এমনিয়া তাঁতির দত্তক পুত্র তৈরী করেন।

সকল নথি পত্র বিশ্লেষনে এটি কাঁচের মত স্বচ্ছ যে, এমিনিয়া তাঁতির দত্তক পুত্র তারারাম জয়শোয়ারা একজন জালিয়াত চক্রের সদস্য। তারারাম জয়শোয়ারা প্রকৃত পক্ষে আবেদনকারীগণের বানানো একটি কাল্পনিক চরিত্র। প্রকৃত পক্ষে তারারাম জয়শোয়ারা বলে কোন দত্তক পুত্র এমিনিয়া তাঁতির আদৌ ছিলই না।

মাকসুদুর রহমান কর্তৃক তারারাম জয়শোয়ারা হতে দলিল নং- ৪৪১৯, তারিখ- ১৯.০২.১৯৭৩ তারিখের দলিলটি একটি বেআইনী এবং অবৈধ দলিল কারন রাষ্ট্রপতি আদেশ ১৬/১৯৭২ মোতাবেক নালিশী সম্পত্তি ইতোমধ্যে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হিসেবে গৃহীত হয়ে গিয়াছে। তারারাম জয়শোয়ারা @ সিউ রতন রাম @ তারারাম মতি কর্তৃক সাব বিক্রয় দলিল নং- ৪৪১৮, তারিখ- ১৯.১২.১৯৭৩ বলে কে. এ. এম. আশরাফ উদ্দিনকে প্রদত্ত দলিল পর্যালোচনায় এটি দেখা যায় যে, উপরিল্লিখিত দলিল দাতা তারারাম জয়শোয়ারা উক্ত দলিলে বর্ণনা করেন যে,

"সি. এস. জরিপের কাতে কাকরাইল মৌজার ৮২/গ নং খতিয়ানে লিখিত নিম্ন তফশিল বর্ণিত সম্পত্তি জিলা- ঢাকা, থানা- কেরানীগঞ্জ ও পরে রমনা অধীন কাতে কাকরাইল মৌজানিবাসী মৃত ভিরিঙ্গী তাঁতির পুত্র বাবুলাল তাঁতি মালিক দখলকার থাকাবস্থায় ১ স্ত্রী ও ২ পুত্রকে তাহার ত্যাজ্য ১৬ আনা ভিত্তভোগী ওয়ারিশ বিদ্যমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তৎপর তাহার উক্ত ২ পুত্র অবিবাহিত থাকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে উক্ত বাবু লাল তাঁতির ১৬ আনা সম্পত্তিতে একমাত্র তাহার স্ত্রী এমিনিয়া তাঁতি একক মালিক ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় আমি দলিল দাতাকে উক্ত এমিনিয়া তাঁতি তাহার

পোষ্য পুত্র এডপটেড সান হিসেবে গ্রহন করেন এবং নিজ বসত বাড়ীতে লইয়া আসেন। তদবদী আমি দলিল দাতা পুত্রবত তাহার সম্পত্তি দেখাশুনা, খোরপোষ, কাপড়-চোপড়, সেবা যত্ন ইত্যাদি যাবতীয় কার্য করিতে থাকি। এমতাবস্থায় বিগত ইংরেজী ১৯৫৩ কি ১৯৫৪ সালে আমি দলিল দাতা মাতা উক্ত এমিনিয়া তাঁতি তাহার স্বত্বদখলীয় নিম্ন তফশিল বর্ণিত ভুমিস্থিত নিজ বসত বাড়ীতে পরলোতক গমন করেন। তৎবদী আমি দলিল দাতা নিম্ন বর্নিত সম্পত্তিতে তার একমাত্র ওয়ারিশ সূত্রে মালিক হইয়া অন্যের নিরাপত্তে ও নির্বিবাদে ও বিরুদ্ধে দখল জনিত স্বত্বে একক ভাবে ভোগ দখল করিতে থাকা অবস্থায় সেটেলমেন্ট জরিপ কালে আমার নিজ নাম জারী করতঃ ধার্য্যকর, খাজনা ও মিউনিসিপ্যাল টেক্স ইত্যাদি আদায় করতঃ যথেষ্ট ভাবে একক দখল করিয়া আসিতেছি।"

উপরিল্লিখিত দলিলে তারারাম জয়শোয়ারা, পিতা- ছিউবরণ জয়শোয়ারা লিখেন। কিন্তু যদি প্রকৃত পক্ষে আইন সম্মত ভাবে তারারাম জয়শোয়ারা এমিনিয়া তাঁতির দত্তক পুত্র হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই তার পিতার নাম এমিনিয়া তাঁতির স্বামী বাবু লাল তাঁতি কে তার পিতা হিসেবে দেখাতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তারারাম জয়শোয়ারা বাবু লাল তাঁতিকে তার পিতা হিসাবে না লিখে এটাই প্রমাণ করেছেন তিনি প্রকৃত পক্ষে বাবু লাল তাঁতির কিংবা এমিনিয়া তাঁতির দত্তক পুত্র ছিলেন না। অর্থাৎ অত্র দলিল নাম্বার ৪৪১৮, তারিখ- ১৯.০২.১৯৭৩ এ বর্ণিত তারারাম জয়শোয়ারা বর্ণিত মতেই তারারাম জয়শোয়ারা বাবু লাল তাঁতি কিংবা এমিনিয়া তাঁতির দত্তক পুত্র ছিলেন না।

বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, সকল প্রকার শ্রমজীবী মানুষ এবং বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান তথা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শ্রমিক ভাইবোনদের রক্ত পানি করা শ্রমের টাকায় আমাদের মত রাষ্ট্রের সকল বেতনভোগী কর্মকর্তা কর্মচারী, বিচারক, বিচারপতি, সামরিক বেসামরিক বাহিনীর সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অন্ন সংস্থানের মাধ্যম। উপরিল্লিখিত শ্রমিক ভাই-বোনদের কষ্টার্জিত অর্থে আমাদের পরিবারের ভরন পোষন, পড়ালেখা, যাবতীয় সকল রকম সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা হয়। উপরিল্লিখিত মেহনতি শ্রমিক ভাইবোনেরা আমাদের মত সকল বেতনভোগীদের তাদের কষ্টার্জিত অর্থ প্রদান করে এই জন্য যে, আমরা যেন আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সৎভাবে, দক্ষতার সাথে, নিরপেক্ষতার সাথে এবং দেশপ্রেমের সাথে করতে পারি। আমাদের মেহনতি শ্রমিক ভাই-বোনেরা কোনদিন দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং দেশের সম্পদ লুট করার মতো কোন কর্ম করেনা। দেশের সম্পদ লুটতরাজ করে তথাকথিত শিক্ষিত জনগনের বেতনভোগী কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী। মহেনতি কৃষক শ্রমিক ভাই-বোনোরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে আমাদের মত সকল বেতনভোগী কর্মকর্তা কর্মচারীদের আরাম আয়েশ, সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন বিনিময়ে শুধু আমাদের সৎকর্ম এবং প্রদত্ত এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত আমাদের মধ্যে কেহ কেহ জনগনের অর্থে তথা মেহনতি কৃষক শ্রমিক ভাই-বোনদের টাকায় চলে তাদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ দূর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ

করে চলেছি। অর্থাৎ মেহনতি কৃষক শ্রমিকের রক্ত পানি করা অর্থ এরা লুটেরা বাহিনীর মতো লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। সময় এসেছে এইসব দূর্নীতিবাজ এবং লুটেরা বাহিনীর জনগনের বেতনভোগী সকল সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারী, বিচারক বিচারপতিদের জনগনের আদালতে দাঁড় করানোর । তা না হলে আইনের শাসন শুধু বইতেই লেখা থাকবে বাস্তবে এটি দেখা যাবে না।

উপরিল্লিখিত সকল দলিলে তারারাম জয়শোয়ারা হলফ করে বলেন যে, নালিশী সম্পত্তি (Bangladesh Abandoned Property Control Management and disposal order No. 16 of 1972) এর আওতাভুক্ত সম্পত্তি নয়। কিন্তু স্বীকৃত মতেই নালিশী সম্পত্তি রাষ্ট্রপতি আদেশ ১৬/১৯৭২ মোতাবেক পরিত্যাক্ত সম্পত্তি। অর্থাৎ প্রতারক তারারাম জয়শোয়ারা উপরিল্লিখিত সকল দলিল সম্পাদনের সময়ই হলফ করে মিথ্যা কথা আদালতের সম্মুখে বলেছেন। এই ধরনের প্রতারক এবং তার প্রতারণামূলক দলিল মিথ্যা হলফনামা সম্পাদন আইন বহির্ভূত জাল জালিয়াত দলিল সমূহ আইনের দৃষ্টিতে নূন্যতম কোন মূল্য নেই। তারারাম জয়শোয়ারা উপরিল্লিখিত সকল দলিল সমূহ পর্যালোচনায় জাল দলিল, বেআইনী দলিল, মিথ্যা হলফনামা সম্পাদনের দলিল। সুতরাং উক্ত দলিল সমূহের মাধ্যমে নালিশী জমির বিন্দু মাত্র মালিক দখলকার কেহই অর্জন করেন নাই।

জনগনের সম্পত্তি দেখভালের সর্বশেষ স্তরে জনগন বিচারকগনের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার অর্পন করেন। সুতরাং বিচারকগনের বিশাল গুরুদায়িত্ব হরো জনগনের সম্পত্তি যেন কোন জোচ্চর, ঠক, বাটপার এবং জালিয়াত চক্র গ্রাস করতে না পারে।

স্বীকৃত মতেই অত্র মামলার সম্পত্তির মূল্য হাজার কোটি টাকার মত। তাহলে হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি যখন কেহ দাবী করবেন তাকে কত কঠিন পরীক্ষায় পাশ করতে হবে নিশ্চয়ই তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত অবগত ছিলেন। প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা কর্তৃক উপরিল্লিখিত রায়ে হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি কোন আইনগত কাগজপত্র বিহীন ভাবে হেলাফেলা ভাবে জালিয়াতী চক্রের পক্ষে প্রদান করেন। হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক তারারাম জয়শোয়ারার কোন বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল নাই। পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানের কাগজ নাই।

উপরিল্লিখিত ৪ (চার)টি সেটেলমেন্ট মোকদ্দমার বর্ণনা মতেই ২৮.০২.১৯৭২ পরবর্তীতে তারারাম জয়শোয়ারা থেকে ক্রয় সূত্রে মালিক হন। এমনকি উপরিল্লিখিত ৪ (চার) টি মোকদ্দমার আবেদনকারীগণ তাদের ৭ ধারার দরখাস্তে স্পষ্ট বলেছেন যে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড কর্তৃক ১৯৮০ সালে তাদের নোটিশ প্রদান করেন। তাহলে কেন তারা অধ্যাদেশ ১৬/৭২ এর ধারা ২৫ মোতাবেক অবমুক্তির দরখাস্ত করলেন না? অর্থাৎ স্বীকৃত মতেই যখন সম্পত্তিটি পরিত্যাক্ত সম্পত্তি এবং পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন তখন বেআইনীভাবে ভূয়া জয়শোয়ারা কর্তৃক জাল দলিল সমূহ তৈরি করা হয়।

অত্র মোকদ্দমায় আবেদনকারীগণের প্রত্যেকেই অপরিচ্ছন্ন হাতে এসেছেন। আবেদনকারীগণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই আবেদন পত্র দাখিলের সময় অধ্যাদেশ ৫৪/৮৫ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই। এছাড়া আবেদনকারীগণ বিগত ইংরেজী ৩০.০৭.১৯৯৫ তারিখে আদালত কর্তৃক চাহিত দলিল প্রত্রাদি আদালতে উপস্থাপন করেন নাই।

*বাংলাদেশের সকল পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি **(Public Property)** তথা পাবিলক ট্রাষ্ট সম্পত্তি **(Public Trust Property)** এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের তথা জনগনের সম্পত্তি।*

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(১) মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(২) মোতাবেক জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যকে ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

*উপরিল্লিখিত সার্বিক পর্যালোচনা এবং আলোচনায় আমাদের দ্বিধাহীন মতামত হল প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকা (খন্দকার মূসা খালেদ, চেয়ারম্যান, মোঃ তাহা মোল্লা সদস্য এবং ফরিদ উদ্দিন আক্তার সদস্য) কর্তৃক সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮, ১০৮/৮৯ এবং ১০৯/৮৯ একত্রে নিস্পত্তি করে বিগত ইংরেজী ২৭.১১.১৯৯৬ তারিখের রায় ও আদেশটি একটি অযৌক্তিক **(unreasonable)**, অসদভিপ্রায় **(bad faith)**, অসদদুদ্দেশ্যে **(malafide)** এবং স্বেচ্ছাচারী **(arbitrary)** রায় ও আদেশ। সর্বোপরি এই রায় ও আদেশটি ন্যায়বিচার বা প্রাকৃতিক বিচার **(natural justice)** এর নিয়মবিরোধী বা পরিপন্থী।*

সার্বিক পর্যালোচনায় এবং সকল কাগজপত্র বিচার বিশ্লষণে অত্র রুল দুটি মঞ্জুরযোগ্য। প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, ঢাকা কর্তৃক সেটেলম্যান্ট কেস নং- ১০৮/৮৯, ১০৯/৮৯, ৯৫৬/৮৮, ৯৫৭/৮৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.১১.৯৫ তারিখের রায় সম্পূর্ণ বাতিল যোগ্য।

অত্রএব, আদেশ হয় অত্র রুল দুইটি বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো।

আরো আদেশ হয় যে, প্রথম সেটেলম্যান্ট আদালত, ঢাকা কর্তৃক সেটেলম্যান্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/১৯৮৯, ১০৯/১৯৮৯, ৯৫৬/১৯৮৮ এবং ৯৫৭/১৯৮৮ একত্রে নিষ্পত্তি করে প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৭.১১.১৯৯৫ তারিখের একক রায় ও আদেশটি এতদ্দ্বারা সম্পূর্ণ বাতিল করা হলো।

আরো আদেশ হয় যে, সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/১৯৮৯, ১০৯/১৯৮৯, ৯৫৬/১৯৮৮ এবং ৯৫৭/১৯৮৮ এতদ্দ্বারা আইন ও বিধি বিধান পরিপন্থী মর্মে খারিজ করা হলো।

আরো আদেশ হয় যে, সেটেলমেন্ট মোকদ্দমা নং- ১০৮/১৯৮৯, ১০৯/১৯৮৯, ৯৫৬/১৯৮৮ এবং ৯৫৭/১৯৮৮ এর নালিশী সম্পত্তি সমূহ তথা ক-৪১ কাকরাইল, রমনা, ঢাকা তথা হোল্ডিং নং- ৫৬, কাকরাইল, রমনা, ঢাকা এবং হোল্ডিং নং- ৫৬/১, কাকরাইল, রমনা, ঢাকা এবং ক-৪৬ রমনা, ঢাকা তথা হোল্ডিং নং- ৫৭ কাকরাইল, রমনা, ঢাকা এবং ক-৪৬ রমনা, ঢাকা তথা হোল্ডিং নং- ৫৭ কাকরাইল, রমনা, ঢাকা এবং ক-৪১ রমনা, ঢাকা তথা হোল্ডিং নং- ৫৭ কাকরাইল, রমনা, ঢাকা এতদ্দ্বারা পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা বহাল রাখা হলো।

উপরিল্লিখিত অত্র মোকদ্দমার নালিশী সম্পত্তি সমূহ তথা হোল্ডিং নং- ৫৬ এবং ৫৭ কাকরাইল, রমনা, ঢাকা পুনরায় যেন কোন জালিয়াত চক্র, প্রতারক চক্র দখল করতে না পারে তৎপ্রেক্ষিতে নালিশী হোল্ডিং নং- ৫৬ এবং ৫৭, কাকরাইল, রমনা, ঢাকা সম্পত্তিটি নিওরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, পদ্মা লাইফ টাওয়ার, ১১৫,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলা মটর ঢাকাকে প্রতিবন্ধিদের কল্যানের

জন্য দখল এবং ব্যবহার নিমিত্তে হস্তান্তর করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের সইমহুরি নকল প্রাপ্তির পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসক, ঢাকা অবৈধ দখলদার হাত হতে নালিশী সম্পত্তিটি উদ্ধার করে নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তর করে সুপ্রীম কোর্টের রেজিষ্ট্রার জেনারেলের নিকট আদেশ প্রতিপালনের হলফনামা প্রদান করবেন।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে দ্রুত পাঠানো হউক।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি নিওরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, পদ্মা লাইফ টাওয়ার, ১১৫, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলা মটর ঢাকাকে দ্রুত অবহিত করা হউক।

অত্র মোকদ্দমাটি বিচার বিভাগের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমা। বাংলাদেশের সকল বিচারকদের জন্য এই মোকদ্দমাটি অতি অবশ্য পাঠ্য হিসেবে গণ্য করা হলো। অত্র মোকদ্দমা পঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রতিটি সদস্য তাদের পরবর্তী বিচারিক জীবন সফল ভাবে এবং জনগনের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে।

অত্র রায় ও আদেশের অবিকল অনুলিপি বাংলাদেশের সকল বিচারকের নিকট ই-মেইলে পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি জুডিসিয়াল এ্যাডমিনিসট্রেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউশন (JATI) প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তথায় পাঠানোর জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সকল জেলা প্রসাশক, সকল পৌর মেয়র এবং সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে অবগতির নিমিত্তে দ্রুত ই-মেইলে অবহিত করা হউক।

অত্র রায় ও আদেশের অবিকল অনুলিপি ই-মেইলে সচিব, পূর্ত মন্ত্রণালয় এবং সচিব, আইন মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমত্তে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।

অত্র রায় ও আদেশের সই মহুরী নকল মাননীয় আইন মন্ত্রী এবং মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য দ্রুত পাঠানো হউক।

অত্র রায়ের একটি অনুলিপি সরাসরি মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষনের জন্য প্রেরণ করা হউক, যাতে তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অত্র নালিশী পরিত্যাক্ত সম্পত্তি সহ লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার রাষ্ট্র তথা জনগনের সম্পত্তি পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী এবং তাহাদের এদেশীয় দোসরদের হাত হতে রক্ষা করতে পারেন। অত্র রায়ের সই মহুরী অনুলিপি অতিসত্বর বই আকারে বাধাই করে রেজিস্ট্রার জেনারেল স্ব-শরীরের উপস্থিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করবেন।

অত্র মোকদ্দমার সকল নথি পত্র বিচার বিভাগের জন্য এবং জাতীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিবেচনায় অত্র মোকদ্দমার যাবতীয় নথি সাধারন ভাবে রক্ষিত না রেখে বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার জেনারেলের বিশেষ জিম্মায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র মোকদ্দমার সকল নথির বিষয়ে বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার জেনারেল জিম্মাদার হিসেবে থাকবেন।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট নথির ফটোকপি প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত, ঢাকায় দ্রুত প্রেরণ করা হউক।

বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল

আমি একমত।